বাংলাদেশ প্রতিযোগিতা কমিশন

বাণিজ্য মন্ত্রণালয়

Bangladesh Competition Commission

# সমীক্ষা প্রতিবেদন ২০২২-২০২৩

## সমীক্ষার বিষয়: কাগজের বাজার

# কাগজের বাজার বিষয়ক
## সমীক্ষা প্রতিবেদন ২০২২-২০২৩

Competition for growth

Bangladesh
Competition
Commission

বাংলাদেশ প্রতিযোগিতা কমিশন
বাণিজ্য মন্ত্রণালয়

# কাগজের বাজার বিষয়ক
## সমীক্ষা প্রতিবেদন ২০২২-২০২৩

**প্রধান সম্পাদক:**
প্রদীপ রঞ্জন চক্রবর্তী
চেয়ারপার্সন
বাংলাদেশ প্রতিযোগিতা কমিশন

**সমীক্ষা তত্ত্বাবধানে:**

সালমা আখতার জাহান
সদস্য
বাংলাদেশ প্রতিযোগিতা কমিশন

সওদাগর মুস্তাফিজুর রহমান
সদস্য
বাংলাদেশ প্রতিযোগিতা কমিশন

মোঃ হাফিজুর রহমান
সদস্য
বাংলাদেশ প্রতিযোগিতা কমিশন

**সমীক্ষা, গবেষণা ও রচনায়:**

**সমীক্ষা দল-০৬**

*র. হ. ম. আলাওল কবির*
*উপ-পরিচালক (সিনিয়র সহকারী সচিব)*
*আহবায়ক*

*মোঃ সাজেদুর রহমান*
*সহকারী পরিচালক (ব্যবসা-বাণিজ্য)*
*সদস্য*

*মোঃ তৌহিদুল ইসলাম*
হিসাব রক্ষণ কর্মকর্তা
*সদস্য*

**মুদ্রণ : প্রিন্টিং জোন**

**স্বত্ব ও প্রকাশক :**
**বাংলাদেশ প্রতিযোগিতা কমিশন**
৩৭/৩/এ, রেড ক্রিসেন্ট বোরাক টাওয়ার
ইস্কাটন গার্ডেন, রমনা, ঢাকা-১০০০।

# কৃতজ্ঞতা স্বীকার

কাগজ বিষয়ে বাজার সমীক্ষা করতে গিয়ে যাঁর কাছ থেকে সবচেয়ে বেশি উৎসাহ ও অনুপ্রেরণা পেয়েছি এবং যিনি প্রতিবেদন প্রস্তুতির ক্ষেত্রে বিভিন্নভাবে সহায়তা করেছেন তিনি হলেন বাংলাদেশ প্রতিযোগিতা কমিশনের সম্মানিত **চেয়ারপার্সন জনাব প্রদীপ রঞ্জন চক্রবর্তী**। তাঁর কাছে আমরা আন্তরিকভাবে কৃতজ্ঞ। এছাড়া যাঁদের মূল্যবান পরামর্শ ও সঠিক দিক-নির্দেশনা আমাদের সমীক্ষাকে সঠিক পথে রাখতে সহায়তা করেছেন এবং শত ব্যস্ততার মধ্যেও সমীক্ষার খসড়া সময় নিয়ে দেখে যথাযথ বিচার বিশ্লেষণ করে মতামত দিয়েছেন তাঁরা হলেন কমিশনের বিজ্ঞ সদস্যবৃন্দ **জনাব সালমা আখতার জাহান, জনাব সওদাগর মুস্তাফিজুর রহমান এবং জনাব মোঃ হাফিজুর রহমান**। পাশাপাশি কাগজ সম্পর্কিত বিভিন্ন তথ্য-উপাত্ত দিয়ে এ সমীক্ষাকে সমৃদ্ধ করার জন্য আন্তরিক ধন্যবাদ জানাচ্ছি বাংলাদেশ ব্যাংক, কর্ণফুলী পেপার মিল লিমিটেড, রপ্তানি উন্নয়ন ব্যুরো, বাংলাদেশ স্ট্যান্ডার্ডস এন্ড টেস্টিং ইনস্টিটিউশন (বিএসটিআই) এবং বাংলাদেশ পেপার মিলস্ এসোসিয়েশনকে।

# সমীক্ষার সার-সংক্ষেপ

কাগজ শিল্প বাংলাদেশের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ একটি শিল্প। দেশীয় অর্থনীতিতে এ শিল্পের অবদান অপরিসীম। উৎপাদন, আমদানি ও রপ্তানির উপর নির্ভর করে বিভন্ন প্রকারের কাগজ রয়েছে। এগুলোর মধ্যে নিউজপ্রিন্ট, প্যাকেজিং, পেপার বোর্ড, অফসেট কাগজ ইত্যাদি বিদ্যমান। কাগজের ক্রমবর্ধমান চাহিদা পূরণের জন্য স্বাধীনতা পরবর্তী সময়ে ছোট বড় সব মিলিয়ে ১০৬ টি পেপারমিল তৈরি হয়েছে। এ শিল্প থেকে সরকার প্রচুর পরিমাণে রাজস্ব পাচ্ছে। টেকসই উন্নয়নের লক্ষ্যমাত্রা, প্রেক্ষিত পরিকল্পনা ও সরকারের নির্বাচনী ইশতেহার ২০১৮ তে অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ অগ্রাধিকার খাত হিসেবে সরকার শিক্ষাকে বেছে নিয়েছে। শিক্ষার মৌলিক ও প্রাথমিক উপকরণ হওয়ায় সমীক্ষার জন্য কাগজ গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠেছে। দেশে বিভিন্ন ধরনের কাগজের চাহিদা প্রায় ৯ লাখ টন। ২০-৩০টি বড় ও বাকী ছোট পরিসরের স্থানীয় উৎপাদকদের উৎপাদন ক্ষমতা বছরে ১৬ লাখ টন। দেশের কাগজের বাজারের আকার ৫০০০ কোটি টাকার। এ খাতে প্রায় ১৫ লক্ষ মানুষের কর্মসংস্থান হয়েছে এবং এ খাতের সাথে আরও ৩০০ টি আনুষঙ্গিক খাত জড়িত আছে।

বাংলাদেশে বর্তমানে মোট ০৬ টি সরকারি কাগজকল রয়েছে। এই কাগজকলগুলোর মধ্যে মাত্র ০১ টি (কর্ণফুলী কাগজকল) এর সম্পূর্ণ উৎপাদন সক্ষমতা রয়েছে। দেশে শতাধিক পেপার মিলের মধ্যে ৪১ টির মতো কোম্পানি পেপার ও পেপারজাত পণ্য বা ডাইভারসিফাইড পণ্য উৎপাদন করে। কাগজের বাজারে এসব পণ্য উৎপাদনকারী কিছু বেসরকারি বা ব্যক্তি মালিকানাধীন প্রতিষ্ঠান রয়েছে। এদের মধ্যে ০৪ টি প্রতিষ্ঠান (বসুন্ধরা, পেপারটেক, পারটেক্স ও টি.কে গ্রুপ) কাগজ উৎপাদনে শীর্ষ অবস্থানে রয়েছে। কাগজ আমদানির ক্ষেত্রে শুধু কর্ণফুলী পেপারমিল ছাড়া অন্য সব ক্ষেত্রে শতভাগ কাঁচামাল আমদানি করতে হয়। ২০১৮-১৯ অর্থবছর থেকে ২০২২-২৩ অর্থবছর পর্যন্ত কাগজের কাঁচামাল আমদানি বৃদ্ধি পেয়েছে বলে জানা যায়। কাগজ রপ্তানির ক্ষেত্রে বিগত ০২ অর্থবছরে কয়েকটি পণ্য ছাড়া বাকি পণ্যগুলোর ক্ষেত্রে রপ্তানির পরিমাণ বৃদ্ধি পেয়েছে। এছাড়া কাগজের বাজার কাঠামো পর্যালোচনা করে দেখা গেছে যে, কাগজের বাজারটি একটি Low Concentrated বাজার। কাগজের বাজারে কিছু স্টেকহোল্ডার রয়েছে। স্টেকহোল্ডারদের মধ্যে লেখা ও ছাপার কাগজ উৎপাদনকারী প্রতিষ্ঠান ও রপ্তানিকারক কোম্পানিগুলোর তালিকা পাওয়া যায়। কাগজ অত্যাবশ্যকীয় পণ্য হওয়ায় এর ব্যবহার অনেক বেশি। পাঠ্যবই, ডায়েরি ও ক্যালেন্ডার ছাপানোতে, আরএমজিতে, দাপ্তরিক কাজে, লেখা, মুদ্রণ ও প্রকাশনা ইত্যাদি কাজে কাগজ ব্যবহৃত হয়। সমীক্ষাকালে কাগজের বাজারের বর্তমান অবস্থা ও বাজারে প্রতিযোগিতাবিরোধী কিছু অনুশীলন বিশ্লেষণ করা হয়েছে। এছাড়াও বর্তমানে কাগজের বাজারে কিছু চ্যালেঞ্জ (যেমনঃ ডলারের মূল্য বৃদ্ধি, গ্যাস ও বিদ্যুৎ সংকট, জ্বালানি তেলের মূল্য বৃদ্ধি ইত্যাদি) উদ্ভূত হয়েছে যা নিরসনে যথা প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহন করা জরুরি হয়ে পড়েছে।

## সংক্ষিপ্ত রূপ (Acronyms)

| | |
|---|---|
| CAGR | Compound Annual Growth Rate |
| CR4 | 4-Firm Concentration Ratio |
| HHI | Herfindahl – Hirschman Index |
| BPMA | Bangladesh Paper Mills Association |

## টেবিলের তালিকা (List of Tables)


| টেবিল নম্বর | শিরোনাম | পৃষ্ঠা নম্বর |
|---|---|---|
| টেবিল ১ | বিএসটিআই'র লাইসেন্স প্রাপ্ত লেখা ও ছাপার কাগজ উৎপাদনকারী প্রতিষ্ঠানের তালিকা | ১১ |
| টেবিল ২ | রপ্তানি উন্নয়ন ব্যুরো থেকে প্রাপ্ত কাগজ রপ্তানিকারক কোম্পানির তালিকা | ১২ |
| টেবিল ৩ | সরকারি কাগজকলের উৎপাদন | ১৪ |
| টেবিল ৪ | বেসরকারি বা ব্যক্তি মালিকানাধীন কাগজকল প্রতিষ্ঠানসমূহের নাম ও ঠিকানা | ১৫ |
| টেবিল ৫ | ০৪টি শীর্ষস্থানীয় কাগজ উৎপাদনকারী প্রতিষ্ঠানের গত ০৩ অর্থবছরের কাগজ উৎপাদনের পরিমাণ | ১৫ |
| টেবিল ৬ | বাংলাদেশ ব্যাংক থেকে প্রাপ্ত কাগজের আমদানি তথ্য | ১৬ |
| টেবিল ৭ | বিগত ০৩ অর্থবছরের বিভিন্ন প্রকার কাগজ রপ্তানির তথ্য | ১৬ |
| টেবিল ৮ | বাংলাদেশ ব্যাংক থেকে প্রাপ্ত কাগজের রপ্তানির তথ্য | ১৮ |
| টেবিল ৯ | CR4 এর ভিত্তিতে মার্কেট Concentrationএর মাত্রা ও প্রতিযোগিতার মাত্রা | ১৯ |
| টেবিল ১০ | HHI এর ভিত্তিতে মার্কেট Concentration এর মাত্রা | ২০ |
| টেবিল ১১ | শীর্ষ ০৪ টি কাগজ উৎপাদনকারী প্রতিষ্ঠানের মার্কেট শেয়ার | ২০ |

# সূচিপত্র


i) সংক্ষিপ্ত রূপ (Acronym)
ii) ছক/টেবিলের তালিকা (List of Tables )

**অধ্যায়-১: ভূমিকা, সাহিত্য পর্যালোচনা, সমীক্ষার উদ্দেশ্য, সমীক্ষার যৌক্তিকতা, সমীক্ষা পদ্ধতি ও সমীক্ষার সীমাবদ্ধতা** ..... ০৭

১.১: ভূমিকা ..... ০৭
১.২: সাহিত্য পর্যালোচনা ..... ০৮
১.৩: কাগজের সমীক্ষার উদ্দেশ্য ..... ০৮
১.৪: কাগজ সমীক্ষার যৌক্তিকতা ..... ০৮
১.৫: কাগজ সমীক্ষার পদ্ধতি ..... ০৮
১.৬: কাগজ সমীক্ষার সীমাবদ্ধতা ..... ০৮

**অধ্যায়-২: কাগজ উৎপাদন পদ্ধতি** ..... ০৯
২.১: কাগজ উৎপাদন পদ্ধতি ..... ০৯

**অধ্যায়-৩: কাগজের বাজারে স্টেকহোল্ডার নির্ধারণ ও সরবরাহ শৃঙ্খল বিশ্লেষণ** ..... ১১
৩.১: স্টেকহোল্ডার নির্ধারণ ..... ১১
৩.২: কাগজের বাজারের সরবরাহ শৃঙ্খল ..... ১৩

**অধ্যায়-৪: বাংলাদেশে কাগজের চাহিদা ও উৎপাদন** ..... ১৪
৪.১: কাগজের চাহিদা ..... ১৪
৪.২: কাগজের উৎপাদন ..... ১৪
৪.২.১: সরকারি কাগজ কলের উৎপাদন পরিমাণ ..... ১৪
৪.২.২: বেসরকারি কাগজমিলের উৎপাদন পরিমাণ ..... ১৫

**অধ্যায়-৫: কাগজের আমদানি ও রপ্তানি** ..... ১৬
৫.১: কাগজ আমদানি ..... ১৬
৫.২: কাগজ রপ্তানি ..... ১৬

**অধ্যায়-৬: বাংলাদেশের কাগজের বাজার কাঠামো** ..... ১৯
৬.১: কাগজের বাজার কাঠামো পর্যালোচনা ..... ১৯

**অধ্যায়-৭: কাগজের বাজার নিয়ন্ত্রণকারী কর্তৃপক্ষ, কাগজের ব্যবহার ও কাগজ শিল্পের চ্যালেঞ্জ** ..... ২২
৭.১: কাগজের বাজার নিয়ন্ত্রণকারী কর্তৃপক্ষ ..... ২২
৭.২ কাগজের ব্যবহার ..... ২২
৭.৩ কাগজ শিল্পের চ্যালেঞ্জ ..... ২২

**অধ্যায়-৮: কাগজের বাজারে বর্তমান অবস্থা এবং এ বাজারে প্রতিযোগিতা বিরোধী অনুশীলন বিশ্লেষণ** ..... ২৩
**৮.১** কাগজের বাজারের বর্তমান অবস্থা ..... ২৩
**৮.২** কাগজের বাজারে প্রতিযোগিতাবিরোধী অনুশীলন বিশ্লেষণ ..... ২৩

**অধ্যায়-৯: সমীক্ষায় প্রাপ্ত ফলাফল, সুপারিশ ও উপসংহার** ..... ২৫
**৯.১** সমীক্ষায় প্রাপ্ত ফলাফল ..... ২৫
**৯.২** সুপারিশ ..... ২৫
**৯.৩** উপসংহার ..... ২৫

# অধ্যায়-১

## ভূমিকা, সাহিত্য পর্যালোচনা, সমীক্ষার উদ্দেশ্য, সমীক্ষার যৌক্তিকতা, সমীক্ষা পদ্ধতি ও সমীক্ষার সীমাবদ্ধতা

### ১.১) ভূমিকাঃ

মানবসভ্যতার পরিবর্তন আনতে বিজ্ঞানের বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ আবিষ্কারের মধ্যে একটি কাগজ। মূলত ১৯৪৭ সালে দেশভাগের পর এদেশে রাষ্ট্রীয় উদ্দেশ্যে কাগজ শিল্পের বিকাশ ঘটে। স্বাধীনতা পরবর্তী সময়ে দেশে কাগজকলের সংখ্যা ছিল ০২ টি এবং সেগুলো ছিল সরকার কর্তৃক পরিচালিত। কালক্রমে কাগজের চাহিদা বৃদ্ধি পাওয়াতে বর্তমানে সরকারি মালিকানাধীন ছাড়াও বেসরকারি মালিকানাধীন ছোট বড় সব মিলিয়ে ১০৬ টি পেপার মিল রয়েছে। কাগজ শিল্পে মোট বিনিয়োগের পরিমাণ ৭০ হাজার কোটি টাকা। সরকার প্রতি বছর বিপুল পরিমাণ রাজস্ব পাচ্ছে এ শিল্প থেকে।

লেখা, মুদ্রণ ইত্যাদি কাজে কাগজের ব্যবহার সর্বাধিক। স্থানীয় বাজারে ৬০-৭০% কাগজের পণ্যে লেখা ও মুদ্রণ করা হয়। বাংলাদেশে বেসরকারি পর্যায়ে ৫৫টি কাগজ কল রয়েছে যারা রাসায়নিক মন্ড ব্যবহার করে আধুনিক কাগজ উৎপাদন করে। আবার দেশে পুরাতন কাগজকে পুনরায় মন্ডে পরিণত করে কাগজ তৈরির ব্যবহারও রয়েছে। এ সকল কাগজকল বছরে প্রায় ৫ লক্ষ ৫০ হাজার টন কাগজ উৎপাদন করে। এসব কাগজকল বাংলাদেশের বর্তমান চাহিদার ( ২০১০ সাল পর্যন্ত ) মোট ৬০% পূরণ করতে পারে বাকি ৪০% দেশের বাইরে থেকে আমদানি করতে হয়।

কাগজের সাথে অন্য পণ্যের তুলনা হয় না। কারণ আমাদের শিক্ষা ও দৈনন্দিন কাজকর্ম কাগজের সাথে জড়িত। শিক্ষার মৌলিক ও প্রাথমিক উপকরণ হওয়ায় কাগজ প্রাথমিক ও মাধ্যমিক শিক্ষায় সহজলভ্য ও সাশ্রয়ী করার মাধ্যমে টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট ২০৩০ এর লক্ষ্য ৪ অর্জনের জন্য গুরুত্বপূর্ণ। বাংলাদেশ সরকারের প্রেক্ষিত পরিকল্পনা (২০২১-৪১) এর অধ্যায় ৫ এ মানসম্মত শিক্ষার মাধ্যমে মানবসম্পদ উন্নয়নের বিষয়ে জোর দেয়ার কথা বলা হয়েছে। এছাড়া, প্রেক্ষিত পরিকল্পনা (২০২১-২০৪১) এর লক্ষ্য ৫.৩ এ '২০৪১ সালের মধ্যে উন্নত মানবসম্পদ তৈরি' করার কথা সুস্পষ্টভাবে উল্লেখ রয়েছে। এ সকল লক্ষ্য বাস্তবায়নে সহজলভ্য ও সাশ্রয়ী শিক্ষা উপকরণ তথা কাগজের ভূমিকা অপরিসীম। অষ্টম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা (২০২১-২৫) এর অধ্যায় ১১ এ সার্বজনীন প্রাথমিক ও মাধ্যমিক শিক্ষাকে দেশের উন্নয়নের জন্য অপরিহার্য হিসেবে বর্ণনা করা হয়েছে। সরকার কর্তৃক ঘোষিত নির্বাচনী ইশতেহার ২০১৮ এ 'তারুণ্যের শক্তি, বাংলাদেশের সমৃদ্ধি' শিরোনামের অধ্যায়ের ৩.১৮ অনুচ্ছেদে শিক্ষাকে অন্যতম অগ্রাধিকার খাত হিসেবে বর্ণনাপূর্বক সর্বাধিক গুরুত্ব প্রদানের কথা বলা হয়েছে। কাগজের ক্রমবর্ধমান চাহিদা ও প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করে বাংলাদেশ প্রতিযোগিতা কমিশন কাগজের উপর একটি বাজার সমীক্ষা করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছে।

### ১.২) সাহিত্য পর্যালোচনাঃ

কাগজের বহুমুখী ব্যবহারের কারণে এর চাহিদা প্রতিনিয়ত বাড়ছে। যেমনঃ সাদা রেখা ও প্রিন্টিং করার কাগজ, নিউজ লেখা ও প্রিন্টিং কাগজ, লাইনার ও মিডিয়ার কাগজ যা প্যাকেজ, কার্টন ও ব্যাগ তৈরিতে কাজে লাগানো হয়। বর্তমান বাজারে কাগজের মূল্য বৃদ্ধি বা উৎপাদন বৃদ্ধির জন্য গবেষক ও অন্যান্য চিন্তাশীল মানুষের গবেষণা ও সুপারিশ এবং বিভিন্ন তথ্য-উপাত্ত রয়েছে যা নতুন গবেষক বা নীতি নির্ধারকদের জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। বাংলাদেশে পাল্প ও কাগজ শিল্পে বেসরকারি বিনিয়োগ বিগত বছরগুলোতে উল্লেখযোগ্য ছিল। বেসরকারি বিনিয়োগ দ্বারা যেসব কাগজকল কাগজ শিল্পে আধিপত্য বিস্তার করে তার মধ্যে ছিল- (১) টি.কে গ্রুপ (পেপার, বোর্ড, টিস্যু মিল) (২) বসুন্ধরা গ্রুপ (কাগজ, টিস্যু, নিউজপ্রিন্ট) (৩) ক্রিয়েটিভ পেপার মিল (৪) হাক্কানি পেপার মিল (৫) ক্যাপিটাল পেপার মিল ও (৬) হোসেন পাল্প ও পেপার মিল (Quader, 2011)। বার্ষিক ১.৫ মিলিয়ন টন উৎপাদনের ক্ষমতা থাকা সত্ত্বেও কাগজ পণ্যের স্থানীয় পরিচিত চাহিদা প্রায় ০.৬ মিলিয়ন (ছয় লাখ) টন (Uddin, 2021)। তবে স্থানীয় উৎপাদনের পাশাপাশি প্রায় ০.৩ মিলিয়ন টন কাগজও আমদানি করা হয়। দেশের কাগজের বাজারের আকার প্রায় ৫০ বিলিয়ন ডলার, যা সাম্প্রতিক সময়ে বার্ষিকভাবে ৫.০ শতাংশের বেশি বৃদ্ধি পেয়েছে। রপ্তানি ঝুড়িতে খাতের অংশীদারিত্ব সম্প্রসারণের ক্ষেত্রে উচ্চ উৎপাদন খরচ অন্যতম প্রধান চ্যালেঞ্জ। এই খরচ বিশ্বব্যাপী প্রতিনিয়ত বাড়ছে, গ্লোবাল পেপার এবং পাল্প মার্কেট ০.৭৪ শতাংশের CAGR (Compound Annual Growth Rate ) হারে ২০২১ সালে $৩৫১.৫১ বিলিয়ন থেকে ২০২৮ সালে $৩৭০.১২ বিলিয়ন পর্যন্ত বৃদ্ধি পাবে (Fortune Business Insights, 2023)। বাংলাদেশের শীর্ষস্থানীয় কাগজ প্রস্তুতকারক মিলগুলোর মধ্যে রয়েছে বসুন্ধরা, মেঘনা, আব্বার, পেপারটেক, লিপি, রশিদ, সোনালী এবং মাগুরা। দেশে কাগজ ও মুদ্রণ খাতের সবচেয়ে বড় প্রতিষ্ঠান বসুন্ধরা পেপার মিলস লিমিটেড, ২০১৮ সালে পুঁজিবাজারে তালিকাভুক্ত প্রতিষ্ঠানটি শুধু ২০২২-২৩ অর্থবছরের শেষ কোয়ার্টারে কাগজ পণ্য বিক্রি করেছে ৩৯০ কোটি ৮১ লাখ টাকার। টিস্যু পণ্য বিক্রি করেছে ৪২৭ কোটি ৩৫ লাখ টাকার (Chakma, J. and Halder, S., 2022 )। চাহিদামত সরবরাহ না থাকায় সব ধরনের কাগজের বাজারে অস্থিরতা তৈরি হয়েছে। বৈশ্বিক সংকটের মুখে

কাগজভেদে গত ২০২২-২৩ অর্থবছরে দাম বেড়েছে ১.৫ থেকে ২ গুণ (Chakma, J. and Halder, S., 2022 )। বর্তমানে ডলারের মূল্য বৃদ্ধির কারণে কাঁচামাল আমদানি ব্যাহত হচ্ছে, আবার গ্যাস এর চাপ না থাকায় মিলে উৎপাদন সম্ভব হচ্ছে না। এছাড়া চলমান বাজার পরিস্থিতি সামনে রেখে ব্যবসায়িদের অতিরিক্ত মুনাফা করার প্রবণতা লক্ষ্য করা গিয়েছে। দেশে অবস্থিত সরকারি ও বেসরকারি কাগজমিলগুলোর মধ্যে ৮০ টি বন্ধ আছে। ১০/১৫ টি কোনরকমে চলছে **(বাংলাদেশ পেপার মিলস এসোসিয়েশন, ২০২২)**। এগুলোতে উৎপাদন হচ্ছে প্রায় সব ধরনের কাগজ। এক সময় আমদানি করে চাহিদা মিটাতে হতো এমন অনেক কাগজ এখন তৈরি হচ্ছে এসব কারখানায়। বর্তমানে প্রায় ৯০ ভাগ কাগজ আমদানি করতে হয় **(বাংলাদেশ পেপার মিলস এসোসিয়েশন, ২০২২ )**। দেশে চাহিদার তুলনায় কাগজ উৎপাদন বেশি হওয়ায় কাগজের উদ্বৃত্ত থেকে যায় বছরে প্রায় ৪ লক্ষ মেট্রিক টন **(বাংলাদেশ পেপার মিলস এসোসিয়েশন, ২০২২)**। তারপরেও ফি বছরে আমদানি করা হয় প্রায় ২-২.৫ লক্ষ মেট্রিক টন যা দেশীয় বাজারে বিরূপ প্রভাব সৃষ্টি করছে এবং বিপুল পরিমাণ বৈদেশিক মুদ্রা বিদেশে চলে যাওয়ার বিষয়টি লক্ষ্য করা গিয়েছে।

### ১.৩) কাগজ সমীক্ষার উদ্দেশ্যঃ

- কাগজ শিল্প সম্পর্কে সম্যক ধারণা অর্জন।
- বাংলাদেশে কাগজ শিল্পে শীর্ষস্থানীয় উৎপাদনকারী ও রপ্তানিকারক প্রতিষ্ঠান চিহ্নিতকরণ।
- কাগজ শিল্পের অগ্রগতি/বাঁধা সম্পর্কে তুলনামূলক বিশ্লেষণ।
- কাগজের বাজারে সরবরাহ চেইন (Supply Chain) সম্পর্কে ধারণা অর্জন।
- কাগজের বাজারে বিদ্যমান কয়েকটি কোম্পানির মার্কেট শেয়ার নির্ধারণ।
- কাগজের বাজার কাঠামো সম্পর্কে ধারণা লাভ।
- বিভিন্ন ধরনের কাগজের উৎপাদন ও আমদানি-রপ্তানির পরিমাণ পর্যালোচনাপূর্বক বিশ্লেষণ।
- কাগজের বাজারে প্রতিযোগিতাপূর্ণ পরিবেশ রয়েছে কিনা তা যাচাইকরণ।

### ১.৪) কাগজের সমীক্ষার যৌক্তিকতা:

- কাগজের বাজারে উৎপাদন ও সরবরাহের পরিমাণ জানা অতীব জরুরি। কারণ উৎপাদন ও সরবরাহের পরিমাণ না জানা থাকলে বাজারে কাগজের চাহিদা অনুযায়ী উৎপাদন ও সরবরাহ ঠিক আছে কিনা তা নিরুপণ করা সহজ হবে না। এছাড়া সাপ্লাই চেইন এ সমস্যা থাকলে তা চিহ্নিতকরণ।
- কাগজের চাহিদা, উৎপাদন, উৎপাদন সক্ষমতা, কাগজের বাজারের বর্তমান অবস্থা ও বন্ডেড ওয়্যারহাউস ব্যবহারের ক্ষতিকর প্রভাব ইত্যাদি বিশ্লেষণ করা।
- বাজারে সুষ্ঠু প্রতিযোগিতা বজায় থাকলে দেশি-বিদেশি বিনিয়োগ বাড়ার সম্ভাবনা বেশি থাকে বিধায় কাগজের বাজারে প্রতিযোগিতাবিরোধী কোন কর্মকান্ড সংঘটিত হয়েছে কিনা তা বিশ্লেষণ করা জরুরি। যদি ঘটে থাকে তাহলে তা চিহ্নিত করে সাধারণ জনগণ ও দেশের স্বার্থে কাগজের বাজার প্রতিযোগিতাপূর্ণ করতে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য সুপারিশ করা।

### ১.৫) সমীক্ষা পদ্ধতি:

- এই সমীক্ষা কার্যক্রম পরিচালনা করার জন্য একটা মিশ্রিত পদ্ধতি তথা প্রাইমারি ও সেকেন্ডারি উভয় ধরনের তথ্য ব্যবহার করা হয়েছে। সমীক্ষায় মূলত সেকেন্ডারি তথ্যের ব্যবহার অর্থাৎ বিভিন্ন বই, জার্নাল, সাময়িকী, দেশি ও আন্তর্জাতিক সংবাদপত্র, প্রতিষ্ঠানের ওয়েবসাইট ও নিবন্ধের মধ্যে প্রকাশিত তথ্য বিচার-বিশ্লেষণ এবং স্টেকহোল্ডার নির্ধারণ করা হয়েছে। পাশাপাশি প্রাইমারি তথ্য অর্থাৎ বিভিন্ন অংশীজনের সাথে আলোচনাপূর্বক প্রাপ্ত তথ্যের পর্যালোচনা ও বিশ্লেষণ করা হয়েছে।

### ১.৬) কাগজ সমীক্ষার সীমাবদ্ধতা:

- ✓ দেশীয় বা আন্তর্জাতিক গবেষণা প্রতিষ্ঠান বা শিক্ষা প্রতিষ্ঠান কর্তৃক কাগজের বাজার বিষয়ে কোনো গবেষণা বা সমীক্ষা কার্যক্রম পরিচালিত না হওয়া;
- ✓ কাগজ সম্পর্কিত তথ্যের অপ্রাপ্যতা ও অপর্যাপ্ততা;
- ✓ কাগজ উৎপাদনকারী প্রতিষ্ঠানসমূহের যথাযথ তথ্য প্রদানে অনীহা;
- ✓ তথ্য উপাত্ত বিশ্লেষণ Statistical Tools সম্পর্কে ধারণার অপ্রতুলতা।

## অধ্যায়-২

# কাগজ উৎপাদন পদ্ধতি

**২) কাগজ উৎপাদন পদ্ধতি:**

বর্তমানে দেশে কাগজের চাহিদা অনেক বেশি। ডিজিটাল যুগে বিভিন্ন সফটওয়্যারের ব্যবহার ব্যাপকভাবে বৃদ্ধি পেলেও কোনোভাবেই কাগজের ব্যবহার সেভাবে কমেনি। ভবিষ্যতে এর ব্যবহার আরও বৃদ্ধি পাবে বলে ধারণা করা হচ্ছে। বর্তমানে সভ্যতার গুরুত্বপূর্ণ শিল্প পণ্যের একটি কাগজ। লেখার জন্য গুরুত্বপূর্ণ হওয়া ছাড়াও এর ব্যবহার সুদূরপ্রসারী। উপাদান ও প্রস্তুত প্রণালীর উপর কাগজের মান নির্ভর করে। কাগজ তৈরির প্রধান উপাদান মূলত সেলুলোজ যুক্ত আঁশ যা প্রতিটি গাছের কোষপ্রাচীরে বিদ্যমান।

নিম্নে কাগজের উৎপাদন পদ্ধতি তুলে ধরা হলো-

**ক) কাগজ উৎপাদনে প্রয়োজনীয় উপকরণসমূহঃ** কাগজ উৎপাদনে প্রয়োজনীয় উপাদানসমূহকে দুইভাগে ভাগ করা হয়ঃ

১. **তন্তুময় উপাদানঃ** তন্তুময় উপাদান কাগজের মূল উপাদান। যা সেলুলোজ সরবরাহ করে বাঁশ, কাঠ, পাট গাছ, তুলা, খড়, আখের ছোবড়া, গম গাছের স্টিক, ছেঁড়া কাপড়-চোপড় এবং অব্যবহৃত কাগজ ইত্যাদি তন্তুময় উপাদান হিসাবে ব্যবহৃত হয়।

২. **তন্তুবিহীন উপাদান**: তন্তুবিহীন উপাদান সাধারণত রাসায়নিক পদার্থ। যেমন: সালফার, চুনাপাথর, সোডা অ্যাশ, রেজিন, অ্যালাম, সল্টকেক, মৃত্তিকা এবং রঙিন কাগজ তৈরির জন্য বিভিন্ন ধরনের রং ইত্যাদি।

**খ) কাগজ উৎপাদনের পর্যায়ঃ** কাগজ উৎপাদনের পর্যায় দু'ভাগে ভাগ করা যায়-

১) **সেলুলোজীয় কাঁচামাল থেকে পাল্প উৎপাদনঃ** সেলুলোজীয় উপাদান সমৃদ্ধ কাঁচামাল বাঁশ, কাঠ, পাট গাছ, তুলা, খড় এবং আখের ছোবড়া ইত্যাদি সংগ্রহ করে পরিষ্কার পানি দ্বারা ধুয়ে, ছোট ছোট টুকরা করে ডাইজেস্টারে স্টিম চালনার মাধ্যমে পাল্প উৎপাদন করা হয়।

**প্রবাহ চিত্র:-**

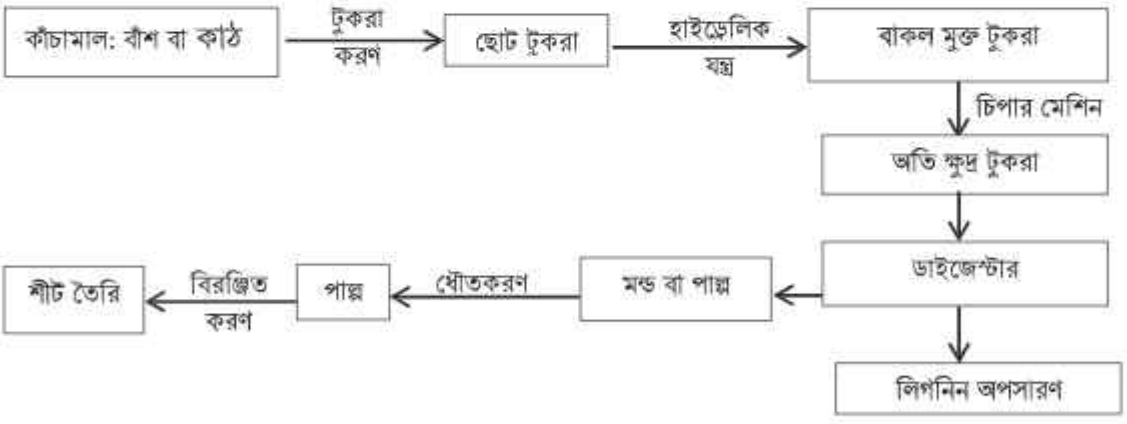


**চিত্র:-** সেলুলোজীয় কাঁচামাল থেকে পাল্প উৎপাদন

**২) পাল্প থেকে পেপার উৎপাদন:** পাল্প বা মন্ডকে কাগজে রূপান্তরের জন্য প্রধানত তিনটি ধাপ অনুসরণ করা হয়।

(ক) বিটিং
(খ) রিফাইনিং
(গ) কাগজ শীট তৈরি

**(ক) বিটিং:** এ কাজটি বিটারে সম্পন্ন করা হয়। বিটার একটি ধাতব গোলাকার ট্যাংক যাতে একটি দেয়াল থাকে, যাতে করে পাল্প এর চারদিক দিয়ে অবিরত ঘুরতে পারে। পাল্প বা মন্ড ট্যাংকের মধ্যে প্রবেশ করানো হয়। ফলে এটি অধিকতর শক্ত, সমরুপ, ঘন, মসৃণ এবং কম ছিদ্রযুক্ত কাগজে পরিণত হয়।

**(খ) রিফাইনিং:** এ কাজটি জর্ডান ইঞ্জিনে সম্পন্ন হয়। এটি একটি আদর্শ রিফাইনিং মেশিন। এখান থেকে প্রাপ্ত কাগজের অমসৃণতা এবং ছিদ্র দূর করে উজ্জ্বলতা বৃদ্ধি করার জন্য ফিলার ($3MgO.4SiO2.H2O$), অধঃক্ষিপ্ত $CaCO3$, গুঁড়া $TiO_2$, ইত্যাদি এবং বিরঞ্জকরুপে $Ca(OCl)Cl$ ব্যবহার করা হয়।

**(গ) কাগজ শীট তৈরি:** ফোরড্রিনিয়ার মেশিনে বা সিলিন্ডার মেশিনের বিভিন্ন ধাপে রিফাইনিং করা গাঢ় ও মসৃণ কাগজ এখানে মসৃণ পাতলা শীটে রুপান্তর করা হয়।

**প্রবাহ চিত্র:-**

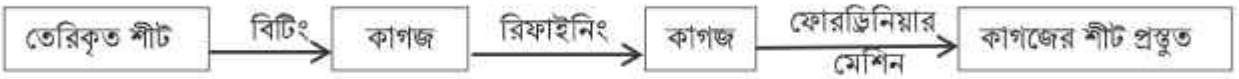


**চিত্র:-** পাল্প থেকে পেপার উৎপাদন

**গ) কাগজ রিসাইকেল প্রণালী নিম্নরূপ:**

বিভিন্ন উৎস হতে ছেড়া, অব্যবহৃত, পরিত্যক্ত বিভিন্ন ধরনের কাগজ সংগ্রহ করে শ্রেণিবিন্যাস করে কাগজ কারখানায় স্থানান্তর করা হয়। তারপর পানি দ্বারা ধৌত করে ধুলো বালি ও অন্যান্য ভেজাল অপসারণ করা হয়। এরপর সাধারণ পানিতে মিশিয়ে Slurry উৎপাদন করা হয়। Slurry এর সাথে বিভিন্ন রাসায়নিক পদার্থ মিশিয়ে পেপার পাল্প বা মন্ড উৎপাদন করা হয়।

**প্রবাহ চিত্র:-**

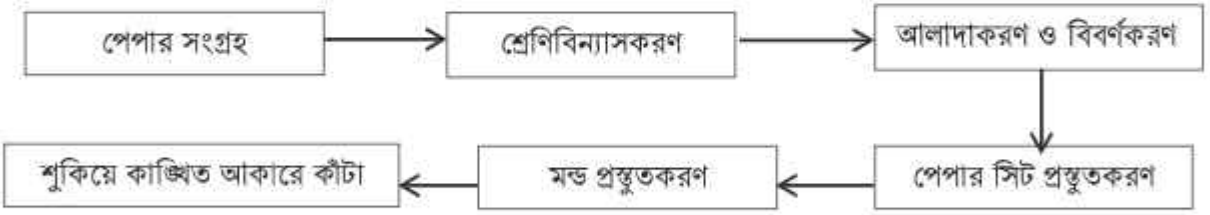


**চিত্র:** কাগজ রিসাইকেলের প্রবাহ চিত্র

## অধ্যায়-৩

## কাগজের বাজারে স্টেকহোল্ডার নির্ধারণ ও সরবরাহ শৃঙ্খল বিশ্লেষণ

### ৩.১) স্টেকহোল্ডার নির্ধারণঃ

কাগজ সমীক্ষার উদ্দেশ্যে বিভিন্ন মাধ্যম থেকে সংগৃহিত তথ্যের মধ্যে বিএসটিআই কর্তৃক বাংলাদেশে লেখা ও ছাপার কাগজ উৎপাদনকারী কিছু প্রতিষ্ঠানের তালিকা পাওয়া যায় যারা কাগজের বাজারে স্টেকহোল্ডার হিসেবে বিবেচিত। নিম্নে প্রতিষ্ঠানগুলোর নাম ও ঠিকানা উল্লেখ করা হলো-

**লেখা ও ছাপার কাগজ উৎপাদনকারী প্রতিষ্ঠানের তালিকা**

| Company | Address | License No. | Valid Through |
|---|---|---|---|
| Bashundara paper mills | Meghna Ghat, Sonargaon , Narayanganj | 3639 | 2024 |
| Amber Pulp & Paper Mills Ltd. | Aati, Shimrail, Siddhirganj | 10551 | 2021 |
| Partex Paper Mills Ltd | Hatabo Bazar, Rupganj, Narayanganj | 18171 | 2023 |
| Quality Paper Mills Ltd | 6 Shoide sundor ali road, Masimpur, Tongi, Gazipur | 19557 | 2018 |
| Creative Paper Mills Ltd | Gonganagar, Murapara, Rupganj, Narayanganj | 19872 | 2022 |
| Al Nur Paper & Board Mills Ltd | Kanchpur, Sonargaon, Narayanganj | 19962 | 2022 |
| Sonali Paper & Board Mills Ltd | Tarabo, Rupganj, Narayanganj | 19971 | 2019 |
| Pepertech Industries Ltd. | Atlanhpur, Vulta, Rupganj, Narayanganj | 19976 | 2022 |
| Bashundara Multi Paper Industries Ltd | Meghnaghat, Sonargaon, Narayanganj | 20138 | 2022 |
| Swiss Quality Paper (BD) Ltd | B-46, East Razason, Savar, Dhaka | 20310 | 2019 |
| Pearl Paper & Board Mills Ltd | Sreerampur, Dhamrai, Dhaka | 20352 | 2019 |
| Gazipur Paper Board Ltd | Kewdala, Modonpur Bondor, Narayanganj | 20359 | 2019 |
| Meghna pulp & Paper Mills Ltd | Meghnaghat, Sonargaon, Narayanganj | 20588 | 2023 |
| Base Paper Ltd | Sreerampur, Dhamrai, Dhaka | 22264 | 2022 |
| Ethical Pulp and Paper Ltd | Saoraid, Kaliganj, Gazipur | 22757 | 2022 |
| Hakknai Pulp & Paper Ltd | Patia, Chottogram | CH -2752 | 2022 |

সূত্র: বাংলাদেশ স্ট্যান্ডার্ডস এন্ড টেস্টিং ইনস্টিটিউশন

এছাড়া সমীক্ষার সময় 'রপ্তানি উন্নয়ন ব্যুরো' এর ওয়েবসাইট থেকে প্রাপ্ত তথ্য অনুযায়ী কিছু রপ্তানিকারক কাগজ কোম্পানির নাম ও ঠিকানা সংগৃহীত হয়-

## কাগজ রপ্তানিকারক কোম্পানির তালিকা

| SL. No | Company | Contact | Tel/Fax/E-mail |
|---|---|---|---|
| 1. | **Bashundhara Paper Mills Ltd.** Plot #125/A, Block -A RA, Dhaka - 1229 Bangladesh | Mr. Mustafizur Rahman Director | 88 02 8401024, +88 02 8401522 E-mail drmd@bgc-bd.com |
| 2. | **Bashundhara Multi Paper Industries Ltd.** Plot #125/IA, Block -A Bashundhara R/A Dhaka -1229 | Mr. Mustafizur Rahman Director | 88 02 8401024, +88 02 8401522 E-mail drmd@bgc-bd.com |
| 3. | **Tanveer Paper Mills Ltd.** Fresh Villa House # 15, Road # 34 Gulshan-1, Dhaka- 1212 Bangladesh | Mr. Yearul Islam Biddut Sr. Deputy General Manager (Marketing) | 9884773, 9884856, 9884856, +88 02 9884896, 9889361 +88 01713-010014 E-mail.info@meghnagroup.biz, harun@meghnagroup.biz |
| 4. | **Creative Paper Mills Ltd.** BCIC Bhaban (level - 14), 30 -31, Dilkusha CIA, Dhaka -1000 Bangladesh | Mr. Humayun Kabir Khan Chairman | 88-029559323.88029554006 1726-990666, 1795328311(0bayed) E-mail:cbayed@creativepapermils |
| 5 | **Vertex Paper & Board Mills Ltd.** Bhuiyan Mansion, 6, 4th floor, Motijheel ClA, Dhaka -1000 Bangladesh | Mr. Khaled Abdullah Managing Director | 9568037, 9590416, 9568037 1819254498 (MD) E-mail: khaledbd@redifmail.com obayed@creativepapermills.com feroz@creativepapermills.com |
| 6. | **Lipy Paper Mills Limited** 1, 1/1, Naya Paltou, (Rupayan Taj), Suite No-1-5 (5th Floor), Paltan, Dhaka. Bangladesh | Mr. Abdul Matin Khan Managing Director | 58315360, 58315361 58315361, 01918-203062 (MD) p1819629164,01717453620 E-mail: lipypapermills@gmail.com |
| 7. | **Amber Super Paper Ltd.** Navana Tower, Level-07, 45, Gulshan South CIA, Gulshan -01, Dhaka-1212 Bangladesh | Mr. Aktaruzzaman Director | 9872370,9872360, 01766664300 E-mail: akteruz7@amber.com.bd |
| 8. | **Magura Paper Mills Ltd Plot** #314/A, Road# 18 Bloc k-E, Bashundhara Avenue Road Bashundhara Residential Area Dhaka-1229, Bangladesh | Mr. Mustafa Kamal Mohiuddin Chairman | Tel: +88 02 8431095-6 Fax: +88-02-8431886 E-mail: info@bdg.com.bd Website: www.bdg-magura.com |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 9. | **Partex Paper Mills Ltd**<br>Shanta Westerm Tower, Level-13<br>Bir Uttam Mir Shawkat Road, 186<br>Tejgaon I/A, Dhaka-1208,<br>Bangladesh | Mr. Aziz Al Masud<br>Managing Director | ABX: +88.02. 8878800 -11<br>Fax: +88.02. 8878815<br>E-mail: mail@psgbd.com |
| 10. | **Meghna Pulp & Paper Mills Ltd**<br>Fresh Villa, House # 15, Road # 34,<br>Gulshan-1, Dhaka-1212<br>Bangladesh | Mr.Mostafa Kamal<br>Managing Director | Phone: +880-9666777055<br>Fax: +880 2222289361,<br>2222284896 Email:<br>info@mgi.org |

সূত্রঃ রপ্তানি উন্নয়ন ব্যুরো

### ৩.২) কাগজের বাজারের সরবরাহ শৃঙ্খলঃ

কাগজের বাজারে সরবরাহ শৃঙ্খল বিশ্লেষণ করে দেখা যায় যে, কাগজ উৎপাদন করতে প্রথমে কাঁচামাল সংগ্রহ বা আমদানি করতে হয়। তারপর সেই কাঁচামাল ব্যবহার করে কাগজ উৎপাদন করে বাজারজাতকরণ করা হয়। এরপর ভোক্তা পর্যন্ত কাগজের সরবরাহ পৌঁছে যায়। কাগজের বাজারে সরবরাহ শৃঙ্খলা নিম্নে ফ্লোচার্ট এর মাধ্যমে উপস্থাপন করা হলো-

## অধ্যায়-০৪

# বাংলাদেশে কাগজের চাহিদা ও উৎপাদন

### ৪.১) কাগজের চাহিদাঃ

কাগজ বৈচিত্র্যময় পণ্যের চাহিদা দ্রুত গতিতে বাড়ছে। বিশেষ করে করোনা মহামারীর সময়ে টিস্যু ও হাইজেনিক পণ্যের বাজার ব্যাপকভাবে সম্প্রসারিত হয়েছে। কোভিড মহামারী শুরুর আগে ২০১৮-২০১৯ অর্থবছরে বাংলাদেশ পেপার মিলস এসোসিয়েশন ১১০৫ কোটি টাকা আয় করে যার মধ্যে পেপার খাতের অবদান ৫৬ শতাংশ (আয়ের পরিমাণ ৬১৮ কোটি টাকা)। ২০২০-২০২১ অর্থবছরে উক্ত প্রতিষ্ঠান আয় করে ৮৮৮ কোটি টাকা। তন্মধ্যে পেপার খাতের আয় ৩৭৬ কোটি টাকা শতকরা হারে যার পরিমাণ ৪৩ শতাংশ। উক্ত সময়ে প্রতিষ্ঠানটির মোট আয়ে হাইজেনিক পণ্যের অবদান ৪ শতাংশ থেকে বেড়ে ১৯ শতাংশে দাঁড়ায়। চাহিদার উক্তরূপ পরিবর্তনের সাথে খাপ খাওয়াতে এ শিল্পের কিছু সংখ্যক উদ্যোক্তা কাগজের উৎপাদন কমিয়ে এর পরিবর্তে বৈচিত্র্যময় কাগজ পণ্যের উৎপাদন বাড়িয়েছে। অনেকে এমনকি শুধুমাত্র বৈচিত্র্যময় পণ্যগুলো নিয়ে কাজ করছে। দেশে বিভিন্ন ধরনের কাগজের চাহিদা প্রায় ৯ লাখ টন। ২০-৩০টি বড় ও বাকী ছোট পরিসরের স্থানীয় উৎপাদকদের উৎপাদন ক্ষমতা বছরে ১৬ লাখ টন। দেশের কাগজের বাজারের আকার ৫০০০ কোটি টাকার। এ খাতের যাত্রা শুরু হয় আশির দশকে। বড় শিল্পগুলো নব্বইয়ের দশকে এ খাতে বিনিয়োগ শুরু করে। এ খাতে কাজ করে প্রায় ১৫ লাখ মানুষ। এ খাতের সঙ্গে মুদ্রণ, প্রকাশনা, কালি তৈরি, অলঙ্করণ, প্যাকেজিং এবং বাঁধাইয়ের মতো প্রায় ৩০০টি আনুষঙ্গিক খাত জড়িত।

### ৪.২) কাগজের উৎপাদনঃ

**৪.২.১) <u>সরকারি কাগজকলের উৎপাদন পরিমাণঃ</u>** বাংলাদেশে বর্তমানে মোট ০৬ টি সরকারি কাগজকল রয়েছে। যেমনঃ কর্ণফুলী, খুলনা নিউজপ্রিন্ট, পাকশি নর্থ বেঙ্গল, সিলেট কাগজকল ইত্যাদি। এই কাগজকলগুলোর মধ্যে মাত্র ০১ টি (কর্ণফুলী কাগজ কল) এর সম্পূর্ণ উৎপাদন সক্ষমতা রয়েছে। কাগজের বাজার সমীক্ষায় সংগৃহীত তথ্যের মধ্যে শুধুমাত্র কর্ণফুলী কাগজকলের উৎপাদনের তথ্য পাওয়া গিয়েছে যা নিম্নরূপ-

| ক্র:নং | অর্থ বছর | উৎপাদন সক্ষমতা (মেট্রিক টন) | উৎপাদনের পরিমাণ (মেট্রিক টন) |
|---|---|---|---|
| (১) | ২০১৭-১৮ | ৮,০০০ | ৩,১৮২ |
| (২) | ২০১৮-১৯ | ৮,০০০ | ৫,৬৩৪ |
| (৩) | ২০১৯-২০ | ৮,০০০ | ৬,৬৫৮ |
| (৪) | ২০২০-২১ | ৮,০০০ | ৬,০২৮ |
| (৫) | ২০২১-২২ | ৮,০০০ | ২,০৩০ |

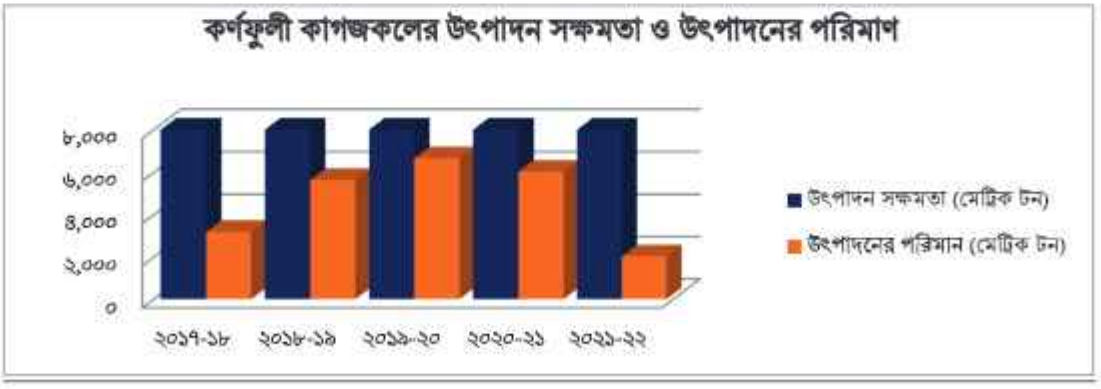


উপর্যুক্ত টেবিল পর্যালোচনা করে দেখা যায় যে, সরকারি কাগজকলের মধ্যে একমাত্র উৎপাদনে থাকা কর্ণফুলী কাগজ কলের উৎপাদন সক্ষমতা বার্ষিক ৮,০০০ মেট্রিক টন হলেও ২০১৭-১৮ থেকে ২০২০-২১ অর্থবছর পর্যন্ত সর্বোচ্চ উৎপাদন হয়নি। ২০২১-২২ অর্থবছরে কোভিড-১৯ মহামারির কারণে উৎপাদন আরও কমে যাওয়া লক্ষ্য করা গিয়েছে।

**৪.২.২) বেসরকারি কাগজমিলের উৎপাদন পরিমাণ:** করোনার কারণে কাগজের চাহিদা হ্রাস পাওয়ায় শুধুমাত্র পেপার পণ্য উৎপাদন করে এমন প্রায় ৫০টি মিল বন্ধ হয়ে গেছে। দেশে শতাধিক পেপার মিলের মধ্যে ৪১ টির মতো কোম্পানি পেপার ও পেপারজাত পণ্য বা ডাইভারসিফাইড পণ্য উৎপাদন করে। বৈচিত্র্যময় কাগজ পণ্যের চাহিদা বাড়ায় মিলগুলো এসব পণ্যের উৎপাদন সক্ষমতা বাড়াচ্ছে। কাগজের বাজারে এসব পণ্য উৎপাদনকারী কিছু বেসরকারি বা ব্যক্তি মালিকানাধীন প্রতিষ্ঠান রয়েছে। এদের মধ্যে ০৪ টি প্রতিষ্ঠান (বসুন্ধরা, পেপারটেক, পারটেক্স ও টি.কে গ্রুপ) কাগজ উৎপাদনে শীর্ষ বলে জানা যায়। নিম্নে কাগজ উৎপাদনকারী বেসরকারি কিছু কোম্পানির নাম ও ঠিকানা তুলে ধরা হলো-

**বেসরকারি বা ব্যক্তি মালিকানাধীন কাগজ কলসমূহের নাম ও ঠিকানা**

| ক্র. | প্রতিষ্ঠানের নাম | ঠিকানা |
|---|---|---|
| (১) | বসুন্ধরা পেপার মিলস লিমিটেড | বসুন্ধরা ইন্ডাস্ট্রিয়াল হেডকোয়ার্টার-২, প্লট#৫৬/এ, ব্লক# সি, উম্মে কুলসুম রোড, বসুন্ধরা আর/এ, ঢাকা-১২২৯, বাংলাদেশ। |
| (২) | টি.কে গ্রুপ অব অব ইন্ডাস্ট্রি | টি.কে ভবন (২য় ফ্লোর), ১৩, কারওয়ান বাজার, ঢাকা-১২১৫, বাংলাদেশ। |
| (৩) | পারটেক্স গ্রুপ | ৭৪, বীর উত্তম এ.কে. খন্দকার রোড, ঢাকা-১২১২, বাংলাদেশ। |
| (৪) | ক্রিয়েটিভ পেপার মিলস লিমিটেড | ৩০, বিসিআইসি ভবন, লেবেল-১৪, ৩১, দিলকুশা, ঢাকা-১০০০, বাংলাদেশ। |
| (৫) | ক্যাপিটাল পেপার মিলস লিমিটেড | ৪৩, একুয়া টাওয়ার,লেভেল-০৭, মহাখালী, ঢাকা, বাংলাদেশ। |
| (৬) | হাক্কানী পাল্প এন্ড পেপার মিলস লিমিটেড | ২/১০, ডি.টি. রোড, উত্তর পাহারতলী, চট্টগ্রাম, বাংলাদেশ । |
| (৭) | হোসেন পাল্প এন্ড পেপার মিলস লিমিটেড | ২৬৩, তেজগাঁও শিল্প এলাকা, ঢাকা-১২০৮, বাংলাদেশ। |
| (৮) | আজাদ পাল্প এন্ড পেপার মিলস লিমিটেড | ৫৫, পুরানা পল্টন, আজাদ সেন্টার, ঢাকা-১০০০, বাংলাদেশ। |

সূত্র: উল্লিখিত প্রতিষ্ঠানসমূহের ওয়েবসাইট থেকে প্রাপ্ত তথ্য

উপরে উল্লিখিত ০৪ টি শীর্ষস্থানীয় কাগজ উৎপাদনকারী প্রতিষ্ঠানের গত ০৩ অর্থবছরের কাগজ উৎপাদনের পরিমাণ নিম্নরূপ-

| অর্থবছর | বসুন্ধরা পেপার মিলস এর উৎপাদন (মেট্রিক টন) | পারটেক্স ইন্ডাস্ট্রিজ লিমিটেড এর উৎপাদন (মেট্রিক টন) | পেপারটেক ইন্ডাস্ট্রিজ লিমিটেড এর উৎপাদন (মেট্রিক টন) | টি. কে কেমিক্যাল কমপ্লেক্স লিমিটেড এর উৎপাদন(মেট্রিক টন) |
|---|---|---|---|---|
| ২০১৯-২০ | ২১,৭৭৪ | ২২,৬৯৬ | ১০,৯২৩ | ১৬,০৭২.০০০ |
| ২০২০-২১ | ৩২,৬০২ | ২২,১৩২ | ১২,৭৮৩ | ৮,৬৭০.০০০ |
| ২০২১-২২ | ৩০,২৯৪ | ২১,৩৯৪ | ১৬,২০৩ (১৬ জুন ২০২২) | ১৫,৩৩৫.০০০(এপ্রিল ২০২২) |

সূত্র: বসুন্ধরা, টি.কে গ্রুপ, পারটেক্স ও পেপারটেক কোম্পানি কর্তৃক প্রেরিত তথ্য

উপর্যুক্ত টেবিল পর্যালোচনা করে দেখা যায় যে, বসুন্ধরা পেপার মিলস লিমিটেড উৎপাদনের দিক থেকে সর্বোচ্চ অবস্থানে রয়েছে। এরপর ২য়, ৩য় ও ৪র্থ অবস্থানে রয়েছে যথাক্রমে পারটেক্স ইন্ডাস্ট্রিজ লিমিটেড, পেপারটেক ইন্ডাস্ট্রিজ লিমিটেড ও টি.কে কেমিক্যাল কমপ্লেক্স লিমিটেড। উল্লেখ্য যে, টি.কে কেমিক্যাল কমপ্লেক্স লিমিটেড ২০২০-২১ অর্থবছরে সবচেয়ে কম কাগজ উৎপাদন করেছে তথা যেখানে বসুন্ধরা ৩২,৬০২ মেট্রিক টন, পারটেক্স ইন্ডাস্ট্রিজ লিমিটেড ২২,১৩২ মেট্রিক টন, পেপারটেক ইন্ডাস্ট্রিজ লিমিটেড ১২,৭৮৩ মেট্রিক টন সেখানে টি.কে কেমিক্যাল কমপ্লেক্স লিমিটেড উৎপাদন করেছে মাত্র ৮,৬৭০ মেট্রিক টন কাগজ।

## অধ্যায়-৫
## কাগজের আমদানি ও রপ্তানি

**৫.১) কাগজের আমদানিঃ** কাগজের কাঁচামাল আমদানির ক্ষেত্রে দেখা যায় একমাত্র কর্ণফুলী পেপার ছাড়া অন্যান্য ক্ষেত্রে শতভাগ 'র' ম্যাটারিয়াল আমদানি করতে হয়। কিছু সংখ্যক পেপার মিল রিসাইকেল ফাইবার থেকে কাগজ বানায়, তাদের পাল্প লাগে না। তবে অন্যান্য কেমিক্যাল ও ক্যালসিয়াম কার্বনেট আমদানি করতে হয়। আমদানির পরিমাণ সম্পর্কে বাংলাদেশ ব্যাংক থেকে কিছু তথ্য সংগ্রহ করা হয় যা নিম্নরূপ-

| ক্রমনং | অর্থ বছর | আমদানির পরিমাণ/ USD (মিলিয়ন) |
|---|---|---|
| (১) | ২০১৮-১৯ | ৯৪৮.৪৪ |
| (২) | ২০১৯-২০ | ৯৭৩.৬০ |
| (৩) | ২০২০-২১ | ১,২৯২.৪৫ |
| (৪) | ২০২১-২২ | ২,২৬৬.১৫ |
| (৫) | ২০২২-২৩ (০১ জুন, ২০২৩) | ৩,৩০১.৫৯ |

সূত্রঃ বাংলাদেশ ব্যাংক

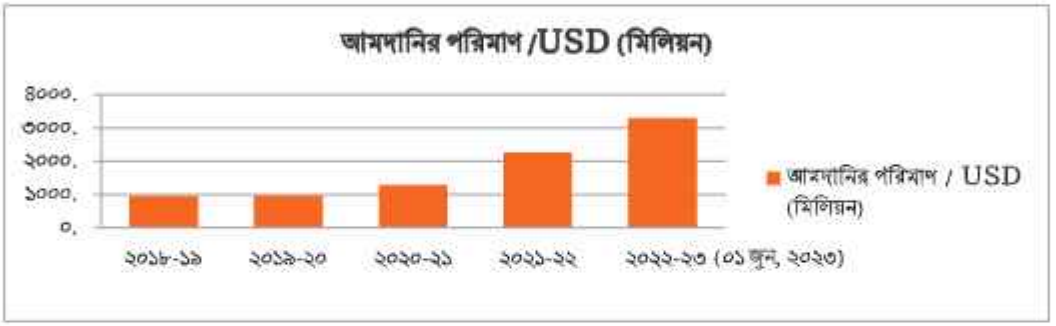


উপর্যুক্ত তথ্য পর্যালোচনা করে দেখা যায় যে, ২০১৮-১৯ অর্থবছরে কাগজের কাঁচামাল আমদানির পরিমাণ ছিল ৯৪৮.৪৪ মিলিয়ন ডলার যা ২০১৯-২০ অর্থবছরে ২৫.১৬ মিলিয়ন ডলার বৃদ্ধি পেয়ে ৯৭৩.৬০ মিলিয়ন ডলার হয়েছে এবং কোভিড-১৯ মহামারীর সময়েও কাগজের কাচামাল আমদানির পরিমাণ উল্লেখযোগ্য হারে বৃদ্ধি পেয়েছে। এছাড়াও চলমান রাশিয়া-ইউক্রেন যুদ্ধের সময়েও আমদানির পরিমাণ ২০২০-২১ অর্থবছরের তুলনায় ২০২২-২৩ অর্থবছরে প্রায় ৩ গুণ বৃদ্ধি পেয়েছে।

**৫.২) কাগজের রপ্তানিঃ** দেশে কাগজের মিলগুলোতে উৎপাদিত সকল গ্রেডের কাগজ ও কাগজ জাতীয় পণ্য প্রতিযোগিতামূলক মূল্যে রপ্তানি করে দেশের জন্য বিপুল পরিমাণে বৈদেশিক মুদ্রা অর্জন করতে পারে। সরকারের রাজস্ব বৃদ্ধিতে এই খাতটি অগ্রণী ভূমিকা পালন করতে পারে। এ খাত সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানসমূহ রপ্তানি বৃদ্ধিতে এখন বৈচিত্র্যময় কাগজ পণ্য উৎপাদনে জোড় বাড়াচ্ছে। রপ্তানি উন্নয়ন ব্যুরো থেকে বিগত ০৩ অর্থবছরের বিভিন্ন প্রকার কাগজ রপ্তানির নিম্নবর্ণিত তথ্য পাওয়া যায়-

**Value in "000" US$**

| Commodities (HS Code 4 digit) | 2020-21 | 2021-22 | 2022-23 |
|---|---|---|---|
| 4821: Paper or paperboard labels of all kinds, whether or not printed | 11681.08 | 17380.15 | 90405.56 |
| 4819: Cartons, boxes, etc; box files, etc, of paper, paperboard, etc | 34704.71 | 56236.22 | 78709.1 |
| 4803: Toilet... similar paper, in rolls or sheets | 8419.19 | 9679.23 | 10753.51 |
| 4810: Paper..., coated with kaolin (china clay), etc, in rolls or sheets | 3552.12 | 6684.41 | 6366.021 |
| 4802: Uncoated paper.... for writing... in rolls or sheets; hand-made paper... | 3651.49 | 2526.14 | 2531.348 |
| Others | 10371.2 | 14981.51 | 48319.2246 |

সূত্রঃ রপ্তানি উন্নয়ন ব্যুরো

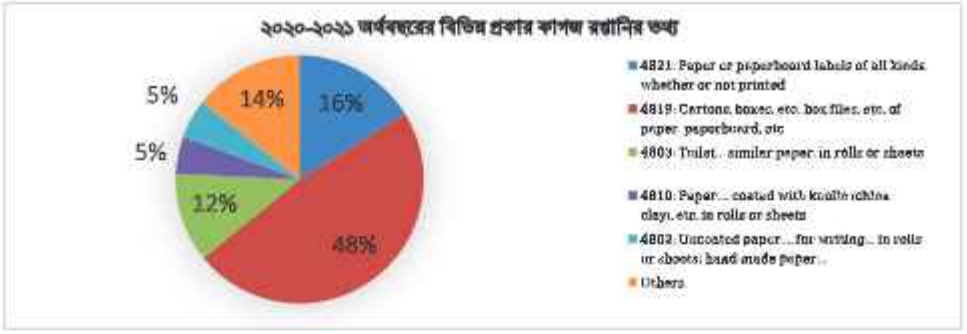


উপর্যুক্ত পাই চার্ট বিশ্লেষণে দেখা যায় যে, ২০২০-২১ অর্থবছরে সবচেয়ে বেশি রপ্তানি হয়েছে কার্টন, বক্সেস, পেপারবোর্ড (এইচ এস কোড ৪৮১৯) প্রকারের পেপার (রপ্তানির পরিমাণ ৪৮%)। এর থেকে কম রপ্তানি হয়েছে অর্থাৎ রপ্তানিতে যথাক্রমে ২য়, ও ৪র্থ অবস্থানে রয়েছে পেপারবোর্ড সদৃশ সকল প্রকারের পেপার(এইচ এস কোড ৪৮২১) যার রপ্তানির পরিমাণ ১৬%, টয়লেট পেপার, টয়লেট পেপার সদৃশ অন্যান্য পেপার (এইচ এস কোড ৪৮০৩) যার রপ্তানির পরিমাণ ১২%। এছাড়া আনকোটেড পেপার (এইচ এস কোড ৪৮০২), কোটেড পেপার (এইচ এস কোড ৪৮১০)ছাড়া অন্যান্য পেপারগুলির রপ্তানির পরিমাণ ১৪%(অবস্থানের ভিত্তিতে ৩য়)।

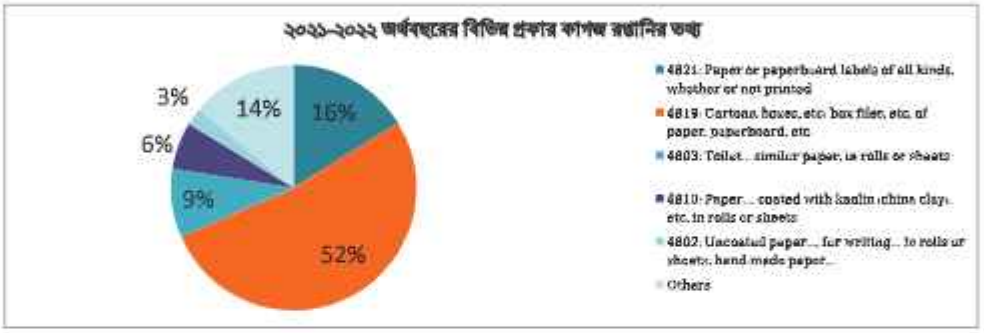


উপর্যুক্ত পাই চার্ট বিশ্লেষণে দেখা যায় যে, ২০২১-২২ অর্থবছরে সবচেয়ে বেশি রপ্তানি হয়েছে কার্টন, বক্সেস, পেপারবোর্ড (এইচ এস কোড ৪৮১৯) প্রকারের পেপার (রপ্তানির পরিমাণ ৫২%)। এক্ষেত্রে ২০২০-২১ অর্থবছরের চেয়ে ২০২১-২২ অর্থবছরে এই পণ্যের রপ্তানি বেড়েছে। রপ্তানিতে ২য় অবস্থানে রয়েছে পেপারবোর্ড সদৃশ সকল প্রকারের পেপার(এইচ এস কোড ৪৮২১) যার রপ্তানির পরিমাণ ১৬%। এক্ষেত্রে ২০২০-২১ অর্থবছর ও ২০২১-২২ অর্থবছর এই পণ্যের রপ্তানি একই রয়েছে। এছাড়া টয়লেট পেপার, টয়লেট পেপার সদৃশ অন্যান্য পেপার (এইচ এস কোড ৪৮০৩) যার রপ্তানির পরিমাণ ৯% যা আগের অর্থবছরের থেকে কম। এছাড়া আনকোটেড পেপার (এইচ এস কোড ৪৮০২), কোটেড পেপার (এইচ এস কোড ৪৮১০) ছাড়া অন্যান্য পেপারগুলির রপ্তানির পরিমাণ প্রায় ১৪% যা পূর্বের অর্থবছরের সমান।

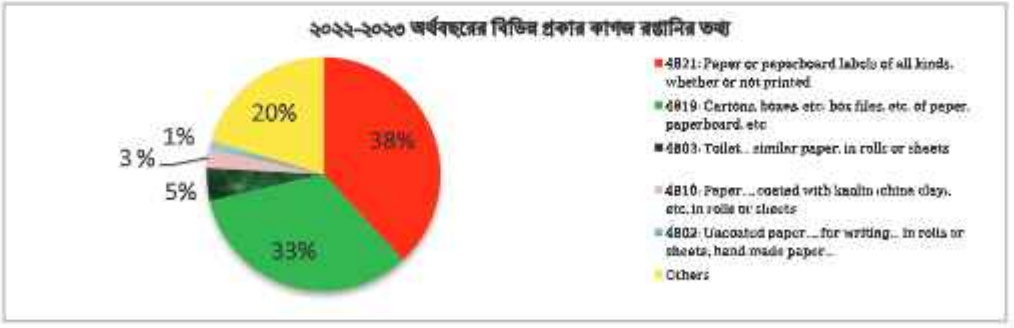


উপর্যুক্ত পাই চার্ট বিশ্লেষণে দেখা যায় যে, ২০২২-২৩ অর্থবছরে সবচেয়ে বেশি রপ্তানি হয়েছে পেপারবোর্ড সদৃশ সকল প্রকারের পেপার (এইচ এস কোড ৪৮২১) যার রপ্তানির পরিমাণ ৩৮%। রপ্তানিতে ২য় সর্বোচ্চ অবস্থানে রয়েছে কার্টন, বক্সেস, পেপারবোর্ড সদৃশ পেপার (এইচ এস কোড ৪৮১৯) যার রপ্তানির পরিমাণ ৩৩%। এক্ষেত্রে ২০২০-২১ ও ২০২১-২২ অর্থবছরের চেয়ে ২০২২-২৩

অর্থবছরে এই পণ্যের রপ্তানি অনেক কমেছে। রপ্তানিতে ৪র্থ অবস্থানে রয়েছে টয়লেট পেপার, টয়লেট পেপার সদৃশ অন্যান্য পেপার (এইচ এস কোড ৪৮০৩) যার রপ্তানির পরিমাণ ৫%। এক্ষেত্রে ২০২১-২২ অর্থবছরের চেয়ে ২০২২-২৩ অর্থবছরে এই পণ্যের রপ্তানি কমে গেছে। এছাড়া আনকোটেড পেপার (এইচ এস কোড ৪৮০২), কোটেড পেপার (এইচ এস কোড ৪৮১০) ছাড়া অন্যান্য পেপারগুলির রপ্তানির পরিমাণ প্রায় ২০% যা পূর্বের ০২ অর্থবছর অপেক্ষা বেশি।

এছাড়া বাংলাদেশ ব্যাংক থেকে প্রাপ্ত বিগত ০৫ অর্থবছরের মোট কাগজ রপ্তানির তথ্য বিশ্লেষণে দেখা যায় যে, ২০১৮-১৯ অর্থবছরের তুলনায় ২০১৯-২০ অর্থবছরে রপ্তানি কম হয়েছে। কিন্তু বিশ্বব্যাপী করোনা মহামারীর সময় ২০২০-২১ অর্থবছরে কাগজের মোট রপ্তানি বেড়েছে এবং ২০২০-২১ অর্থবছরে যেখানে রপ্তানির পরিমাণ ছিল ২৪০.৯২ মিলিয়ন ডলার তা ২০২১-২২ অর্থবছরে ২১.৪৯% বৃদ্ধি পেয়ে হয়েছে ২৯২.৭০ মিলিয়ন ডলার।

| ক্র:নং | অর্থ বছর | রপ্তানির পরিমাণ /USD (মিলিয়ন) |
|---|---|---|
| (১) | ২০১৮-১৯ | ২৫৬.৯৩ |
| (২) | ২০১৯-২০ | ২২০.৩১ |
| (৩) | ২০২০-২১ | ২৪০.৯২ |
| (৪) | ২০২১-২২ | ২৯২.৭০ |
| (৫) | ২০২২-২৩ (০১ জুন, ২০২৩) | ২৪৪.৭২ |

সূত্রঃ বাংলাদেশ ব্যাংক

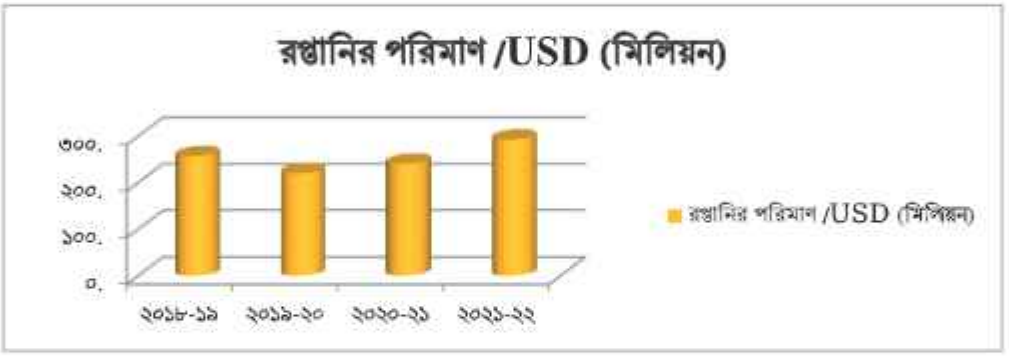

## অধ্যায়-৬

# বাংলাদেশের কাগজের বাজার কাঠামো

**৬.১) কাগজের বাজার কাঠামো (Market Structure) পর্যালোচনাঃ** বাংলাদেশের কাগজের বাজার কাঠামো বিশ্লেষণের জন্য নিম্নোক্ত গাণিতিক ফর্মুলা (Mathemetical Formula) ব্যবহৃত হয়েছেঃ

### মার্কেট শেয়ার (Market Share)

উৎপাদন সক্ষমতার ভিত্তিতে,

$$\text{মার্কেট শেয়ার} = \frac{\text{নির্দিষ্ট প্রতিষ্ঠান কর্তৃক বাৎসরিক উৎপাদন সক্ষমতা}}{\text{মোট বার্ষিক উৎপাদন ক্ষমতা}} \times ১০০$$

**বাজার কাঠামো( Market Structure )**

কোনো মার্কেটে বিদ্যমান ক্রেতা ও বিক্রেতার সংখ্যার উপর মার্কেটকে বিভিন্ন শ্রেণিতে ভাগ করা যায়। যথাঃ

ক্রেতা ও বিক্রেতার সংখ্যার ভিত্তিতে বাজারের গঠন প্রকারভেদ

| কর্তৃত্বময় অবস্থানে থাকা ক্রেতা/বিক্রেতা | ১টি | ২টি | ২টি বা ততোধিক |
|---|---|---|---|
| বিক্রেতা | মনোপলি | ডুয়োপলি | ওলিগপলি |
| ক্রেতা | মনোপসনি | ডুয়োপসনি | ওলিগপসনি |

### CR4 (4-Firm Concentration Ratio):

একটি মার্কেটের শীর্ষ ৪ টি মার্কেট শেয়ারধারী প্রতিষ্ঠানের মার্কেট শেয়ারের যোগফলকেই CR4 বা 4-Firm Concentration Ratio বলা হয়। এটি শতকরা হিসাবে প্রকাশ করা হয়। এটি দ্বারা মূলত বোঝা যায় কোন মার্কেটটি,

ক) অল্প সংখ্যক বড় প্রতিষ্ঠান দিয়ে গঠিত; অথবা
খ) অধিক সংখ্যক ছোট প্রতিষ্ঠান দ্বারা গঠিত

CR4 নির্ণয়ের সূত্র, $CR\,4 = C_1 + C_2 + C_3 + C_4$ ;

এখানে, $C_i$ = একটি প্রতিষ্ঠানের মার্কেট শেয়ার এবং $i = 1, 2, 3, 4$ ।

উইকিপিডিয়া থেকে প্রাপ্ত তথ্য অনুযায়ী আমরা কোনো মার্কেটের Concentration এর মাত্রা সম্পর্কে নিম্নের ছক- এ উল্লিখিত সীমা অনুসরণ করতে পারিঃ

ছক(ক) : CR4 এর ভিত্তিতে মার্কেট Concentration এর মাত্রা ও প্রতিযোগিতার মাত্রা

| CR4 | Market Concentration | Degree Of Competition | Comments |
|---|---|---|---|
| ০% | No Concentration | Perfect Competition | মার্কেটে বিদ্যমান সকল প্রতিষ্ঠানের মার্কেট শেয়ার সমান। |
| ০% থেকে ৪০% | Low Concentration | Fair Competition to Monopolistic Competition | ০% থেকে ৪০% সীমার অন্তর্ভুক্ত হলে বাজারকে প্রতিযোগিতাপূর্ণ বলা যাবে। ০% এর কাছাকাছি হলে পার্ফেক্ট প্রতিযোগিতা এবং ৪০% এর কাছাকাছি হলে মনোপলিস্টিক প্রতিযোপিতা। অর্থাৎ মার্কেটে বেশি সংখ্যক কম মার্কেট শেয়ারধারী প্রতিষ্ঠান বিদ্যমান। |

| | | | |
|---|---|---|---|
| ৪০% থেকে ৭০% | Medium Concentration | Likely Oligopolistic Market To Oligopoly Market | ৪০% থেকে ৭০% সীমার অন্তর্ভুক্ত হলে উক্ত মার্কেটে ওলিগপলিস্টিক প্রতিযোগিতা বা সম্ভাব্য ওলিগপলি বিদ্যমান বলা যায় অর্থাৎ মার্কেটে অল্প সংখ্যক অধিক শেয়ারধারী প্রতিষ্ঠান বিদ্যমান থাকার সম্ভাবনা রয়েছে। |
| ৭০% থেকে ১০০% | High Concentration | Oligopoly Market to Monopoly | মনোপলি অথবা ওলিগপলি; মার্কেটে একটি প্রতিষ্ঠানের মার্কেট শেয়ারই যদি উল্লিখিত সীমায় থাকে তবে মার্কেট স্ট্রাকচার মনোপলি; মার্কেটের দুইটি (ডুয়োপলি) বা ততোধিক প্রতিষ্ঠানের মার্কেট শেয়ারের যোগফল যদি উল্লিখিত সীমায় থাকে তবে মার্কেট স্ট্রাকচার ওলিগপলি। |

## HHI (Herfindahl-Hirschman Index):

কোন সক্রিয় মার্কেটের শীর্ষ ০৪ টি মার্কেট শেয়ারধারী প্রতিষ্ঠানের মার্কেট শেয়ারের বর্গকে যোগ করে যোগফলকে HHI (Herfindahl -Hirschman Index ) বলা হয়। এটি দ্বারাও কোন মার্কেটের concentration level সম্পর্কে ধারণা পাওয়া যায়। এটি CR4 এর তুলনায় অধিক নির্ভরযোগ্য কারণ বর্গের যোগফল হওয়ার কারণে এটি একটি Standard Weighted পরিমাপ। অর্থাৎ বড় মার্কেট শেয়ারে বেশি প্রাধান্য (weight) এবং ছোট মার্কেট শেয়ারে তুলনামূলক কম প্রাধান্য (weight) প্রদান করায় এটি আনুপাতিক পরিমাপ হিসেবে অধিক প্রযোজ্য। HHI নির্ণয়ের সূত্র,

$$HHI = C_1^2 + C_2^2 + C_3^2 + \ldots\ldots\ldots\ldots + C_n^2$$

এখানে, $C_i$ = একটি প্রতিষ্ঠানের মার্কেট শেয়ার এবং $i = 1, 2, 3, \ldots\ldots\ldots, n$ ।
সাধারণত কোন মার্কেটের concentration level সম্পর্কে ধারণা পেতে নিম্নের ছক- এ উল্লিখিত সীমা গুলো অনুসরণ করা যায়ঃ

ছক(খ) : HHI এর ভিত্তিতে মার্কেট Concentration এর মাত্রা

| HHI এর মান | Concentration level |
|---|---|
| ১৫০০ বা ১৫০০ এর কম | Low Concentration |
| ১৫০০ থেকে ২৫০০ | Moderate Concentration |
| ২৫০০ এর অধিক | High Concentration |

**শীর্ষ ০৪ টি কাগজ উৎপাদনকারী প্রতিষ্ঠানের মার্কেট শেয়ারঃ** উৎপাদন সক্ষমতার ভিত্তিতে বাংলাদেশের শীর্ষ মার্কেট শেয়ারধারী ০৪ টি কাগজ উৎপাদনকারী প্রতিষ্ঠানের তালিকা নিম্ন ছক(গ) এ উল্লেখ করা হলো-

ছক(গ) : **শীর্ষ ০৪ টি কাগজ উৎপাদনকারী প্রতিষ্ঠানের মার্কেট শেয়ার**

| ক্রমিক সংখ্যা | কাগজ আমদানিকারক ও উৎপাদনকারী প্রতিষ্ঠানের নাম | উৎপাদন সক্ষমতা (মে টন) | মার্কেট শেয়ার (%) |
|---|---|---|---|
| ১ | বসুন্ধরা পেপার মিলস লিমিটেড | ৩০,২৯৪ | ৩.৩৬ |
| ২ | পারটেক্স পেপার মিলস লিমিটেড | ২১,৩৯৪ | ২.৩৭৭ |
| ৩ | টি.কে কেমিক্যাল কমপ্লেক্স (টিকে গ্রুপ) | ১৫,৩৩৫.০০ | ১.৭০ |
| ৪ | পেপারটেক ইন্ডাস্ট্রিজ লিমিটেড | ১৩,৪৪১.৩২ | ১.৪৯ |

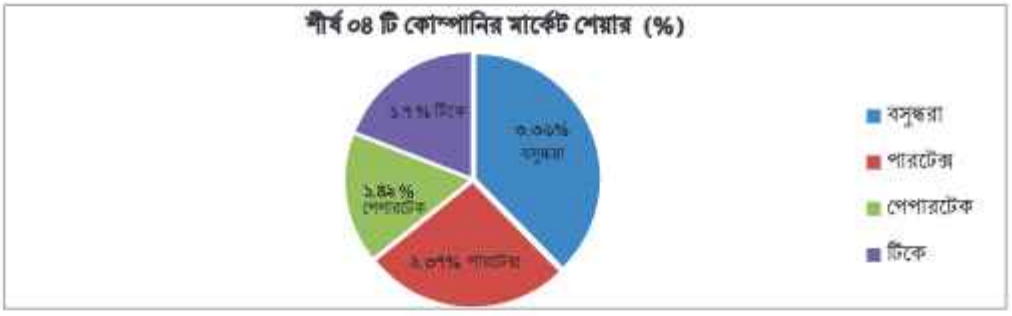


উপর্যুক্ত পাই চার্ট বিশ্লেষণ করে দেখা যায় যে, বসুন্ধরা পেপার মিলস লিমিটেড এর মার্কেট শেয়ার ৩.৩৬% যা অন্যান্য কোম্পানিগুলোর থেকে বেশি। এছাড়া পারটেক্স পেপার মিলস লিমিটেড ও টি.কে গ্রুপ যথাক্রমে ২য় ও তয় অবস্থানে রয়েছে। এদের মার্কেট শেয়ার যথাক্রমে ২.৩৭৭% এবং ১.৭০%।

উপর্যুক্ত ছকে বর্ণিত তথ্যাবলি CR4 এবং HHI এর মাধ্যমে নিম্নে বিশ্লেষণ করা হলো-

**CR4 ভিত্তিক মতামতঃ**

কাগজের বাজারে শীর্ষ ০৪ টি মার্কেট শেয়ারধারী প্রতিষ্ঠানের মার্কেট শেয়ার ব্যবহার করে CR4 হিসেব করলে পাই,

$$CR4 = (C_1 + C_2 + C_3 + C_4)\ \%$$
$$= (৩.৩৬+২.৩৭৭+১.৪৯+১.৭০)\%$$
$$= ৮.৯২৭\%$$

অর্থাৎ, ছকে উল্লিখিত মার্কেট শেয়ারের ভিত্তিতে কাগজের বাজারে শীর্ষ ৪ টি প্রতিষ্ঠানের মার্কেট শেয়ারের যোগফল বা CR4 ৮.৯২৭%। অর্থাৎ, কাগজের বাজারে মোট বার্ষিক উৎপাদনের ভিত্তিতে উক্ত বাজারের প্রায় ৮.৯২৭% ই শীর্ষ ৪ টি কাগজ আমদানিকারক প্রতিষ্ঠান কর্তৃক নিয়ন্ত্রিত হয়। এটি ছক(ক)তে উল্লিখিত CR4 এর মানের সীমা অনুযায়ী ০% থেকে ৪০% সীমার অন্তর্ভুক্ত। অর্থাৎ বার্ষিক মোট উৎপাদন ক্ষমতার ভিত্তিতে কাগজের মার্কেটটি একটি Low Concentrated মার্কেট এবং মার্কেটে বেশি সংখ্যক কম মার্কেট শেয়ারধারী প্রতিষ্ঠান বিদ্যমান।

**HHI ভিত্তিক মতামতঃ**

কাগজের বাজারে বিদ্যমান সকল প্রতিষ্ঠানের মার্কেট শেয়ারকে বর্গ করে যোগ করার মাধ্যমে HHI হিসেব করলে পাই,

$$HHI = (C_1^2 + C_2^2 + C_3^2 + C_4^2)$$
$$= [(৩.৩৬)^২ + (২.৩৭৭)^২ + (১.৪৯)^২ + (১.৭০)^২$$
$$= ১১.২৮৯+৫.৬৫০+ ২.২২০+২.৮৯০$$
$$= ২২.০৪৯$$

ছক(গ) তে উল্লিখিত মার্কেট শেয়ারের ভিত্তিতে কাগজের বাজারে সকল প্রতিষ্ঠানের মার্কেট শেয়ারের বর্গের যোগফল বা HHI প্রায় ২২.০৪৯, যা ১৫০০ বা ১৫০০ এর কম। এ থেকে বলা যায় যে, বার্ষিক মোট উৎপাদনের ভিত্তিতে কাগজের বাজার একটি Low Concentrated বাজার। অর্থাৎ বাজারে প্রতিযোগিতা বিদ্যমান রয়েছে।

## অধ্যায়-৭

## কাগজের বাজার নিয়ন্ত্রণকারী কর্তৃপক্ষ, কাগজের ব্যবহার ও কাগজ শিল্পের চ্যালেঞ্জ

### ৭.১) কাগজের বাজার নিয়ন্ত্রণকারী কর্তৃপক্ষঃ

১) বাণিজ্য মন্ত্রণালয়;
২) শিল্প মন্ত্রণালয়;
৩) বাংলাদেশ প্রতিযোগিতা কমিশন;
৪) জাতীয় ভোক্তা-অধিকার সংরক্ষণ অধিদপ্তর;
৫) বাংলাদেশ স্ট্যান্ডার্ডস এন্ড টেস্টিং ইনস্টিটিউশন;
৬) জেলা প্রশাসন;

**৭.২) কাগজের ব্যবহারঃ** বাস্তব জীবনে কাগজের বহুমুখী ব্যবহার রয়েছে। এর মধ্যে সংক্ষেপে কয়েকটি ব্যবহার নিম্নে উল্লেখ করা হলো-

১) **পাঠ্যবই, ডায়েরি ও ক্যালেন্ডার ছাপানোঃ** পাঠ্যবই, ডায়েরি ও ক্যালেন্ডার ছাপানোতে কাগজের ব্যবহার অনেক বেশি। পাঠ্যবই ছাপার জন্য বাৎসরিক কাগজের চাহিদা ১ লাখ ২০ থেকে ১ লাখ ৩০ হাজার টন। সরকারের বিনামূল্যের পাঠ্যবই ছাপাতে প্রায় সোয়া লাখ টন কাগজ লাগে। এছাড়া বছরের শেষ দিকে ডায়েরি ও ক্যালেন্ডার ছাপানোর জন্যও বাড়তি কাগজের চাহিদা থাকে তাই এক্ষেত্রে কাগজের ব্যবহারও বেশি হয়ে থাকে।

২) **আরএমজিতে ব্যবহারঃ** আরএমজিতে রপ্তানির জন্য মোটা কাগজ (আর্ট পেপার) ব্যবহৃত হয়।

৩) **দাপ্তরিক কাজেঃ** দাপ্তরিক কাজে কাগজের সর্বোচ্চ ব্যবহার হয়। অফিশিয়াল কাজে বিভিন্ন চিঠিপত্র তৈরি, প্রতিবেদন প্রস্তুতকরণ, গবেষণা কার্যক্রম চালানো ইত্যাদিতে প্রচুর কাগজের ব্যবহার হয়।

৪) **লেখা, মুদ্রণ ও প্রকাশনায়ঃ** লেখা, মুদ্রণ ও প্রকাশনা এসব আনুষঙ্গিক খাতে কাগজের ব্যবহার অত্যধিক। এরকম আনুষঙ্গিক খাত রয়েছে প্রায় ৩০০ টি। মুদ্রণ, প্রকাশনা ছাড়াও রয়েছে কালি তৈরি, অলঙ্করণ, প্যাকেজিং এবং বাঁধাইয়ের মতো আনুষঙ্গিক খাত ।

৫) এছাড়া ওয়ালপেপার, টিস্যুপেপার, পেপারবোর্ড, কার্বন পেপার, নিউজপ্রিন্ট, কার্টন বক্স ইত্যাদি দৈনন্দিন ব্যবহার্য জিনিস তৈরিতে কাগজ ব্যবহৃত হয় ।

**৭.৩) কাগজ শিল্পের চ্যালেঞ্জঃ** কাগজ শিল্প অন্যতম সম্ভাবনাময় একটি শিল্প। করোনা ভাইরাস এর আঘাত ও চলমান রাশিয়া-ইউক্রেন যুদ্ধের কারণে এ শিল্প খাতটি বিভিন্ন চ্যালেঞ্জের সম্মুখীন হয়েছে। নিম্নে বর্তমানে কাগজ শিল্পে উদ্ভূত কিছু চ্যালেঞ্জ উল্লেখ করা হলো-

**১) ডলারের মূল্য বৃদ্ধিঃ** ডলারের বিপরীতে টাকার মান কমে যাওয়া বা ডলারের মূল্য বৃদ্ধি কাগজ শিল্পের অন্যতম একটি চ্যালেঞ্জ। বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক প্রদত্ত তথ্য থেকে দেখা যায় যে, টাকা ডলারের বিপরীতে ২৩ শতাংশ মান হারিয়েছে। টাকার মান কমে যাওয়ার কারণে আমদানিকৃত কাঁচামালের দাম ও সরাসরি আমদানিকৃত কাগজের দাম বৃদ্ধি পেয়েছে। ২০২১ সালে যেখানে ডলারের দাম ছিল ৮৫.৫০ টাকা ২০২২ সালে তা বৃদ্ধি পেয়ে হয়েছে ১০৫ টাকা।

**২) গ্যাস ও বিদ্যুৎ সংকটঃ** রাশিয়া-ইউক্রেন যুদ্ধের কারণে বিশ্বব্যাপী গ্যাস ও বিদ্যুৎ সংকট দেখা দিয়েছে। গ্যাস ও বিদ্যুৎ সংকটের কারণে মিলের উৎপাদন ক্ষমতা প্রায় এক তৃতীয়াংশ কমে গেছে।

**৩) কাগজের কাঁচামাল প্রাপ্তিতে দীর্ঘসূত্রিতাঃ** কাগজের কাঁচামাল (যেমনঃ পাল্প) আমদানি করে কাগজ উৎপাদন করতে দীর্ঘ সময় অতিবাহিত হয় যা সঠিক সময়ে কাগজের চাহিদা পূরণের অন্তরায়।

**৪) জ্বালানি তেলের মূল্য বৃদ্ধিঃ** আন্তর্জাতিক বাজারে জ্বালানি তেলের মূল্য বৃদ্ধি পাওয়ায় পণ্য উৎপাদন ও পণ্য পরিবহন খরচ বৃদ্ধি পেয়েছে। জ্বালানি তেলের মূল্য বৃদ্ধির সাথে উৎপাদন খরচ সমন্বয় করা একটি বড় চ্যালেঞ্জ হয়ে দাড়িয়েছে।

**৫) এলসি সংক্রান্ত সমস্যাঃ** চলমান রাশিয়া-ইউক্রেন যুদ্ধের কারণে পুরো বিশ্ব আমদানি এবং রপ্তানিতে বড় ধরনের বাঁধার সম্মুখীন হচ্ছে। এসময় এলসি সংক্রান্ত জটিলতা সৃষ্টি হয়েছে। এলসি খোলা সংক্রান্ত সমস্যার কারণে অফসেট বা উন্নত কাগজের জন্য ভার্জিন পাল্প আমদানিতে সমস্যার সম্মুখীন হচ্ছে কাগজকল মালিকরা। এটি বর্তমানে কাগজশিল্পের জন্য অন্যতম একটি চ্যালেঞ্জ।

## অধ্যায়-৮

## কাগজের বাজারের বর্তমান অবস্থা এবং এ বাজারে প্রতিযোগিতা বিরোধী অনুশীলন বিশ্লেষণ

**৮.১) কাগজের বাজারের বর্তমান অবস্থাঃ** সমীক্ষাকালে কাগজের বাজার পর্যালোচনায় দেখা যায় যে, দেশে বর্তমানে পেপারমিলগুলোর মধ্যে কিছু পেপার মিল গ্রাফ পেপার তৈরি করে। দেশীয় নিউজপ্রিন্ট, অফসেটসহ অন্যান্য কাগজের দাম বর্তমানে বৃদ্ধি পেয়েছে যা সংবাদপত্র শিল্পের প্রকাশনা অব্যাহত রাখার ক্ষেত্রে নতুন চ্যালেঞ্জ হিসেবে আবির্ভূত হয়েছে। সরেজমিনে বাজার পরিদর্শনকালে কাগজের বাজারে নিম্নলিখিত আরও কিছু বিষয় সমীক্ষা দলের দৃষ্টিগোচর হয়-

**১)** প্রিন্টিং পেপার (দেশি কাগজ কলের) এর টন প্রতি মূল্য প্রায় ১ লক্ষ ৫০ হাজার টাকা। লেখার ও বই ছাপার কাগজের রেট ১,৩০,০০০ টাকা, আর্ট পেপার (আমদানিকৃত) এর দাম প্রায় ১,৮০,০০০.০০ টাকা। এছাড়া কাগজের নানা রকমের মধ্যে টনপ্রতি সর্বোচ্চ ৩০ হাজার টাকা বেড়েছে লেজার কাগজের দাম।

**২)** বইয়ের দাম বাড়ার কারণে শিক্ষামূলক বই ও সহায়ক বই কেনার ক্ষেত্রে সাধারণ ভোক্তাগণ আর্থিকভাবে ক্ষতিগ্রস্থ হচ্ছেন। সৃজনশীল বই, বই মেলার বই ইত্যাদি ক্ষেত্রেও সমীক্ষাকালে অনিশ্চয়তার বিষয়টি লক্ষ্য করা গেছে। এছাড়া এসএসসি পর্যায়ের টেস্ট পেপার বই, মডেল টেস্ট বই, নোটবুক ইত্যাদি প্রতিটি ক্ষেত্রে প্রায় দ্বিগুণ পরিমাণ দাম বৃদ্ধি পাওয়ায় মধ্যবর্তী এবং নিম্ন আয়ের পরিবারের শিক্ষার্থীদের পড়াশোনা অনেকাংশে ক্ষতিগ্রস্থ হয়েছে- যা অপূরণীয়। শুধু বই নয় লেখার খাতার দামও অত্যধিক বেড়ে গেছে। এসএসসি পরীক্ষার ফিস শিক্ষা বোর্ডগুলো বাড়িয়ে দিয়েছে।

**৩)** শুধু শিক্ষার্থীগণই নয় কাগজের দাম বাড়ার প্রভাব চাকরী প্রত্যাশীদের উপরও পড়েছে। বিভিন্ন ম্যাগাজিন, চাকরি প্রস্তুতির বই, কারেন্ট এ্যাফেয়ার্স বই ইত্যাদি অস্বাভাবিক চড়া দামে কিনতে হচ্ছে। চাকরি প্রত্যাশীগণের অনেকে এখন নতুন বইয়ের পরিবর্তে পুরনো বই কেনায় মনোনিবেশ করেছেন।

**৪)** ২০২২-২০২৩ শিক্ষাবর্ষে প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তর কর্তৃক ৩৪ কোটি ৬১ লাখ ৬৩ হাজার কপি পাঠ্যবই ছাপার উদ্যোগ নেয়া হয়। তন্মধ্যে প্রাক-প্রাথমিক থেকে প্রাথমিক স্তরের ৯ কোটি ৯৮ লাখ ৫৩ হাজার কপি এবং মাধ্যমিক স্তরের জন্য ২৪ কোটি ৬৩ লাখ ১০ হাজার কপি। কাগজের দাম বৃদ্ধিতে এই পাঠ্যবই ছাপানোও চ্যালেঞ্জের মুখে পড়েছে।

**৮.২) কাগজের বাজারে প্রতিযোগিতাবিরোধী অনুশীলন বিশ্লেষণঃ** চলমান রাশিয়া-ইউক্রেন যুদ্ধ, ডলারের মূল্য বৃদ্ধি, গ্যাস ও বিদ্যুৎ সংকট নানাবিধ কারনে বিভিন্ন প্রকার কাগজের দামের কিছুটা বৃদ্ধি লক্ষ্য করা গেলেও এর সুযোগ নিয়ে ব্যবসায়িমহল দ্বারা কাগজের বাজারে মূল্য বৃদ্ধিতে যেসব প্রতিযোগিতাবিরোধী অনুশীলন পরিলক্ষিত হয়েছে তা বিশ্লেষণে দেখা যায়-

- প্রত্যেক নতুন বছরে দেশের কোটি কোটি শিক্ষার্থী তাদের শিক্ষার প্রধান উপকরণ বই এবং খাতা হাতের নাগালে পায়। কিন্তু ২০২২-২৩ অর্থবছরে এসব উপকরণ পেতে সমস্যার সম্মুখীন হবে বলে আশংকা করা হচ্ছে কারণ দেশীয় কাগজকলগুলো ইচ্ছাকৃতভাবে কাঁচামাল কম আমদানি করে। কার্টনসহ এ্যাক্সেসরিজ প্রস্তুতকারী প্রতিষ্ঠানগুলো বলেছে, কাগজের দাম বৃদ্ধিতে যোগসাজশে ব্যবসা করছে দেশের ২০-২২ টি কাগজকল। এভাবে তারা সংকট জিইয়ে রেখে বাজারে উচ্চ মূল্য ধরে রাখে যার প্রভাব কোটি কোটি শিক্ষার্থীদের উপর এসে গড়ছে।
- বিভিন্ন প্রকার কাগজের দাম বৃদ্ধির কারণে প্রকাশক ব্যবসার গতি হ্রাস পেয়েছে। কাগজের মূল্য বৃদ্ধির কারণে সরকারি বিভিন্ন দপ্তর খরচ কমাতে দাপ্তরিক কাজে কাগজসহ সরঞ্জামাদির সর্বোচ্চ ব্যবহার নিশ্চিত করেছে। যেমনঃ এনবিআর দাপ্তরিক কাজে কাগজের সর্বোচ্চ ব্যবহার নিশ্চিতসহ ১৪ দফা নির্দেশনা প্রদান করেছে।
- রাশিয়া-ইউক্রেন যুদ্ধ ও ডলারের দাম বৃদ্ধির কথা বলা হলেও কাগজের দাম এতো পরিমাণে বাড়ার কথা নয়। কাগজ শিল্পের মিল মালিকগণ সিন্ডিকেট করে কাগজের দাম বাড়িয়েছেন বলে অনেকে মনে করছেন।
- কাগজের দাম বৃদ্ধির বিষয়টিকে অনেকে মনে করেন যে, এটা একেবারেই কৃত্রিম সংকট যা সরকার ছাড়া কেউ বন্ধ করতে পারবে না। এ খাতে দাম বাড়ার কারণে সাহিত্য চর্চাও চ্যালেঞ্জের মধ্যে পড়েছে।
- বাজারে কাগজ মজুত করে পরবর্তীতে অতিরিক্ত মুনাফা অর্জনের চেষ্টা চলছে বলে বিষয়টি সমীক্ষাকালে লক্ষ্য করা গিয়েছে। পুস্তক প্রকাশক ও কাগজ বিক্রেতাদের অনেকে মনে করেন, কাগজ প্রতিষ্ঠানের মালিকদের সিন্ডিকেট অতিরিক্ত মুনাফা অর্জনের লক্ষ্যে কাগজের দাম বাড়িয়েছে।

- প্যাকেজিং ও বৃহৎ শিল্পের প্রয়োজনে রঙিন ও মোটা কাগজ আমদানির সুযোগ রয়েছে। হোয়াইটপ্রিন্ট উৎপাদনের পাল্প বিদেশ থেকে আমদানি করা হলেও নিউজপ্রিন্টের পাল্প দেশেই রিসাইক্লিং করে পেয়ে থাকে উদ্যোক্তারা। ফলে নিউজপ্রিন্টের দাম বাড়ার যৌক্তিক কোনো কারণ নেই। এরপরও গত ১ বছরের ব্যবধানে দ্বিগুণেরও বেশি হয়েছে নিউজপ্রিন্টের দাম। দুই দশক আগে সরকারি প্রতিষ্ঠান খুলনা নিউজপ্রিন্ট মিল বন্ধ হয়ে যাওয়ার পর বেসরকারি খাতের মিল মালিকরা একচেটিয়া বাণিজ্য করার সুযোগ নিচ্ছেন।
- বন্ড সুবিধার আওতায় আমদানি করা কাঁচামাল ২০-৩০% মুনাফা ধরে খোলা বাজারে বিক্রি হচ্ছে। এতে ব্যবসায়িরা লাভবান হচ্ছেন। রপ্তানিমুখি পোশাক শিল্পের চাহিদার ভিত্তিতে শুধুমাত্র ৩০০ গ্রাম ও তদূর্ধ্ব গ্রামের কাগজ এবং বোর্ড বন্ড সুবিধায় আমদানি করার সুযোগ আছে। তবে এ সুবিধার আওতায় শূন্য শুল্কে আমদানি করা ৩০০ গ্রামের চেয়ে কম ওজনের এসব কাগজ ও বোর্ড খোলা বাজারে বিক্রি হচ্ছে। যার ফলে কাগজের বাজারে অসুস্থ প্রতিযোগিতা বাড়ছে।

## অধ্যায় -৯

## সমীক্ষায় প্রাপ্ত ফলাফল, সুপারিশ ও উপসংহার

### ৯.১) সমীক্ষায় প্রাপ্ত ফলাফলঃ

১) কাগজের বাজারটি ওলিগপলিস্টিক প্রকৃতির অর্থাৎ শীর্ষ ০৪ টি প্রতিষ্ঠানই এ বাজারে প্রভাব বিস্তার করছে।
২) করোনা মহামারির সময় টিস্যু ও হাইজেনিক পণ্যের বাজার সম্প্রসারিত হয়েছে। কিছু উদ্যোক্তা এসময় চাহিদার সাথে সমন্বয় করে বৈচিত্র্যময় কাগজ পণ্যের উৎপাদন বাড়িয়েছে।
৩) ২০১৮-১৯ অর্থবছর থেকে ২০২২-২৩ অর্থবছর পর্যন্ত কাগজের 'র' মেটেরিয়াল আমদানির পরিমাণ বৃদ্ধি পেয়েছে।
৪) বিগত ০২ অর্থবছরের চেয়ে ২০২২-২৩ অর্থবছরে কাগজ রপ্তানির পরিমাণ বৃদ্ধি পেয়েছে।
৫) লেখা ও বই ছাপার কাগজ, প্রিন্টিং কাগজ, লেজার কাগজ ইত্যাদির দাম বৃদ্ধি পেয়েছে।
৬) বাজারে কাগজ মজুত করে অতিরিক্ত মুনাফা অর্জনের লক্ষ্যে কাগজের দাম বাড়ানো হয়েছে বলে বিভিন্ন বিক্রেতা মতামত প্রদান করেছেন।
৭) বন্ড সুবিধার আওতায় আমদানি করা কাগজের কাঁচামাল অতিরিক্ত মুনাফায় খোলা বাজারে বিক্রি করা হচ্ছে। যার ফলে কাগজের বাজারে এর একটি নেতিবাচক প্রভাব লক্ষ্য করা গিয়েছে।

### ৯.২) সুপারিশঃ

- দেশের সব ক্ষেত্রে ব্যবহৃত কাগজকে রিসাইক্লিং কাজে ব্যবহার করার ব্যবস্থাকে স্বাভাবিক রাখার উদ্দেশ্যে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা যেতে পারে। এছাড়া পরিবেশবান্ধব কাগজের তৈরি দ্রব্যাদি (ডিসপজিবল আইটেম) ব্যবহার নিশ্চিত করা যেতে পারে।
- যেহেতু আমাদের শিক্ষা ও দৈনন্দিন কাজকর্মের প্রায় সবকিছু কাগজের সাথে জড়িত। সেহেতু স্বল্প শুল্কে কাগজ বা এর কাঁচামাল আমদানি করার সুযোগ প্রদানের বিষয়টি সরকার ভেবে দেখতে পারে।
- কাগজের বাজারে দাম বৃদ্ধির প্রকৃত কারণ তদন্তপূর্বক প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ এবং কাগজ শিল্পের উন্নতিকল্পে ভর্তুকি বা প্রণোদনা প্রদান করা যেতে পারে।
- বন্ড সুবিধার অপব্যবহার রোধকল্পে বন্ড লাইসেন্স রহিত করে ডিউটি ড্র-ব্যাক সুবিধা পুনঃপ্রবর্তন করা যেতে পারে।
- আমদানিকারক, উৎপাদক, পাইকারি ও খুচরা বাজারে মনিটরিং জোরদারকরণ অব্যাহত রাখা যেতে পারে।

### ৯.৩) উপসংহারঃ

বর্তমান সভ্যতার গুরুত্বপূর্ণ শিল্প পণ্যের একটি কাগজ। লেখার অন্যান্য উপকরণ ছাড়াও কাগজের রয়েছে হাজারো ব্যবহার। তাই অত্যন্ত সম্ভাবনাময় গুরুত্বপূর্ণ শিল্প এটি। সেই সাথে পরিবেশের স্বাভাবিক অবস্থা রক্ষার্থে কাগজ রিসাইক্লিং দিন দিন অতি পরিচিত হয়ে উঠেছে। কাগজের ব্যবহারের উপর মানুষের আস্থা বাড়ছে। ইউরোপে চালানো এক সমীক্ষা যার পোশাকি নাম দেয়া হয়েছে 'ইন পেপার উই ট্রাস্ট' অর্থাৎ কাগজের উপরেই আমাদের আস্থা আছে। দেখা যায় যে, অর্থনৈতিক সংকট ঘটলে কাগজের চাহিদা কমার বদলে বেড়ে যায় গোটা বিশ্বে চারটি দেশ-মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, চীন, জাপান ও জার্মানিতে কাগজের ব্যবহার সবচেয়ে বেশি। বাংলাদেশেও কাগজের চাহিদা, ব্যবহার ও উৎপাদন কম নয়। দেশে উৎপাদিত কাগজ বাংলাদেশ সিকিউরিটি প্রিন্টিং কর্পোরেশনে প্রেরণসহ সরকারের গুরুত্বপূর্ণ কাজে ব্যবহার হচ্ছে। ২০১৯-২০ অর্থবছরে ১৬৮ কোটি টাকার কাগজ রপ্তানি করেছে দেশিয় মিলগুলো। কিন্তু বর্তমানে চলমান রাশিয়া-ইউক্রেন যুদ্ধের ফলে বিশ্বব্যাপি সৃষ্ট সংকট এর কবল থেকে কাগজশিল্পও রেহাই পায়নি। এই যুদ্ধের প্রভাবে কাগজের আমদানি কমে গেছে। বিভিন্ন মিল মালিকপণের মতে, চলমান ডলার সংকট, আন্তর্জাতিক বাজারে জ্বালানি তেলের মূল্য বৃদ্ধি পাওয়ায় পণ্য উৎপাদন ও পণ্য পরিবহন খরচ অস্বাভাবিক হারে বৃদ্ধি, গ্যাসের প্রেসার ও লোডশেডিং এর জন্য কাগজ উৎপাদন ব্যাহত হয়েছে যার ফলে উৎপাদন খরচও বৃদ্ধি পেয়েছে এবং কাগজের বাজারে সংকট সৃষ্টি হয়েছে। কাগজের সংকট এর প্রভাব

পড়েছে প্রকাশনা ও মুদ্রণ শিল্পে। করোনা পরিস্থিতি ও চলমান রাশিয়া-ইউক্রেন যুদ্ধের কারণে দেশে কাগজ উৎপাদন কম হওয়া, ভার্জিন পাল্পের সংকট ও কাগজের আকাশ ছোঁয়া দামের কারণে ২০২৩ শিক্ষাবর্ষের প্রায় ৩৫ কোটি পাঠ্যবই ছাপার কাগজও চ্যালেঞ্জের মুখে পড়েছে। তাই কাগজের বর্তমান সংকট মোকাবেলায় এবং কাগজশিল্প রক্ষার্থে মিল মালিকগণ যাতে আমদানি-রপ্তানি ঠিকভাবে করতে পারে সেদিকে যথাযথ পদক্ষেপ নেয়া জরুরি। এছাড়াও বৈদেশিক মুদ্রার বিনিময় হার বৃদ্ধি, জ্বালানি তেলের মূল্য বৃদ্ধি ইত্যাদির অজুহাতে কাগজের বাজারে বর্তমানে সৃষ্ট অস্থিরতা নিরসনে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা গেলে কাগজ উৎপাদনকারী, বিক্রেতা ও ভোক্তা সবাই উপকৃত হবেন।

# রেফারেন্স


Barta (2022). দেশে তৈরি হয় না এমন কাগজ আমদানিতে শুল্ক হ্রাসের দাবি. Barta24.com on 04 June 2022. [Online]. Available at: https://barta24.com/details/economics/161818/demand-for-reduction-of-duty-on-paper-imports-which-are-not-made-in-the-country [Accessed 04 June, 2023].

BB, 2023. [Online]. Available at: www.bb.org.bd [Accessed 04 June 2023]

Bhorer Kagoj (2022). কাগজ সংকট প্রকট: সিন্ডিকেট ভাঙার দাবি প্রকাশকদের. Bhorer Kagoj on 19 December, 2022. [Online]. Available at: https://www.bhorerkagoj.com/print-edition/2022/12/19/কাগজ-সংকট-প্রকট-সিন্ডিকেট [Accessed 03 June, 2023].

BSTI, 2023. [Online]. Available at: www.bsti.gov.bd [Accessed 04 June 2023]

Chakma, J. and Halder, S. (2022). Paper price hike hands fresh blow to education, printing. The Daily Star on 25 May, 2022. [Online]. Available at: https://www.thedailystar.net/business/economy/news/paper-price-hike-hands-fresh-blow-education-printing-2990176 [Accessed 04 June, 2023].

Creative Online (2023). কাগজের প্রকার. Available at: https://www.creativosonline.org/tipos-de-papel.html [Accessed 03 June, 2023].

Desh Rupantor (2022). সিন্ডিকেটের কবলে বাড়ছে কাগজের দাম. Desh Rupantor on 29 November 2022. [Online]. Available at: https://www.deshrupantor.com/business/2022/11/29/394307 [Accessed 03 June, 2023].

EPB, 2023. [Online]. Available at: www.epb.gov.bd [Accessed 05 June 2023]

Fortune Business Insights (2023). Available at: https://www.fortunebusinessinsights.com/ [Accessed 03 June, 2023].

Islam, S (2022). কাগজের সংকটে ছাপাখানা, নতুন বই আর পড়াশোনা নিয়ে আশঙ্কা. BBC Bangla on 22 November, 2022. [Online]. Available at: https://www.bbc.com/bengali/articles/cg3j1gn1ydzo [Accessed 04 June, 2023].

Kashem, M A (2020). কাগজ উৎপাদনের বিস্তারিত আলোচনা. Anuronbd on 14 May 2020. [Online]. Available at: https://www.anuronbd.com/production-of-paper/ [Accessed 05 June, 2023].

Khastagir, B (2023). কাগজের মূল্যবৃদ্ধি ও সংকটে শিক্ষার্থী. Bhorer Kagoj on 09 February 2023. [Online]. Available at: https://www.bhorerkagoj.com/2023/02/09/কাগজের-মূল্যবৃদ্ধি-ও-সংকট [Accessed 03 June, 2023].

Prothom Alo (2019). কাগজ আমদানিতে শুল্ক কমানোর দাবি. The Daily Prothom Alo on 26 June 2019. [Online]. Available at: https://www.prothomalo.com/business/কাগজ-আমদানিতে-শুল্ক-কমানোর-দাবি [Accessed 05 June, 2023].

Quader, M. M. A., 2011. Paper sector in Bangladesh: Challenges and scope of development. Journal of Chemical Engineering, 26, pp.41-46.

Rahman, A (2022). বাংলাদেশের কাগজশিল্প ব্যবহার ও ভবিষ্যৎ. Deltatimes on 28 January 2022. [Online]. Available at: https://www.deltatimes24.com/details.php?id=81703 [Accessed 05 June, 2023].

Shomoyer Alo (2022). অস্থির কাগজের বাজার, প্রতি টনে দাম বেড়েছে ৩৫ হাজার টাকা. Shomoyer Alo on 19 November 2022. [Online]. Available at: https://www.shomoyeralo.com/details.php?id=204986 [Accessed 03 June, 2023].

Uddin, S. (2021). Bangladesh's paper industry holds huge export potential. The Financial Express on 08 December 2021. [Online]. Available at: https://thefinancialexpress.com.bd/trade/bangladeshs-paper-industry-holds-huge-export-potential-1638932197 [Accessed 04 June, 2023].

Yan, C. S. et. al., 2022. How Soaring Shipping Costs Raise Prices Around the World. IMF.ORG on 28 March 2022. [Online]. Available at: https://www.imf.org/en/Blogs/Articles/2022/03/28/how-soaring-shipping-costs-raise-prices-around-the-world [Accessed 05 June, 2023].

**Bangladesh Competition Commission**

বাংলাদেশ প্রতিযোগিতা কমিশন
৩৭/৩/এ, রেড ক্রিসেন্ট বোরাক টাওয়ার
ইস্কাটন গার্ডেন, রমনা, ঢাকা-১০০০।
www.ccb.gov.bd